প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বর ও জীবসেবা

■ অনুশীলনীর প্রশ্ন ও সমাধান

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। আমরা জানি, —— সর্বশক্তিমান।

২। ঈশ্বর সকল —— মধ্যে আছেন।

৩। জীবের —— করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

৪। কুরবৰেত্রকে —— বলা হয়।

৫। ব্রাহ্মণ —— আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

উত্তর : ১। ঈশ্বর ২। জীবের ৩। সেবা ৪। ধর্মৰেত্রও ৫। জীবসেবার

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। জীবও	ঈশ্বরের।
২। ঈশ্বর	তত্র শিবঃ।
৩। আমরা স্তব-স্তুতি করি	ছাতু।
	মিষ্টান্ন।
৪। যত্র জীবঃ	ঈশ্বর।
৫। অতিথি খেয়েছিলেন	আত্মারূ পে জীবের মধ্যে থাকেন।
৬। প্রার্থনা করতে হয়	শ্রদ্ধার সঙ্গে।

উত্তর :

১। জীবও **ঈশ্বর।**

২। ঈশ্বর **আত্মারূপে জীবের মধ্যে থাকেন।**

৩। আমরা স্তব-স্তুতি করি **ঈশ্বরের।**

৪। যত্র জীবঃ **তত্র শিবঃ।**

৫। অতিথি খেয়েছিলেন **ছাতু।**

৬। প্রার্থনা করতে হয় **শ্রদ্ধার সঙ্গে।**

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। **জীবের মধ্যে ঈশ্বর কারূপে অবস্থান করেন?**

ক. দেবতারূ পে খ. ভ্রমররূ পে

গ. মনরূ পে ✓ঘ. আত্মারূ পে

২। **'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।' — কথাটি কে বলেছেন?**

ক. রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ✓খ. স্বামী বিবেকানন্দ

গ. স্বামী লোকনাথানন্দ ঘ. স্বামী পূর্ণানন্দ

৩। **ব্রাহ্মণ কীভাবে সংসার চালাতেন?**

ক. পূজা করে খ. কীর্তন করে

✓গ. উঞ্ছবৃত্তি করে ঘ. ধর্মকথা শুনিয়ে

৪। **অতিথি ব্রাহ্মণরূপে কে এসেছিলেন?**

✓ক. ধর্মদেব খ. বিষ্ণু

গ. শিব ঘ. ইন্দ্র

৫। **ব্রাহ্মণের পরিবারে কতজন সদস্য ছিল?**

ক. একজন খ. দুজন

গ. তিনজন ✓ঘ. চারজন

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। **আত্মা বলতে কী বোঝ?**

উত্তর : আত্মা বলতে জীবের মধ্যে অবস্থানকারী ঈশ্বরকে বোঝায়।

২। **জীব বলতে কী বোঝ?**

উত্তর : জীব বলতে বোঝায় যাদের জীবন আছে। যেমন— মানুষ, গরব, ছাগল ইত্যাদি।

৩। **ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?**

উত্তর : ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। তিনি উঞ্ছবৃত্তি করে খাবার সংগ্রহ করতেন।

৪। **ধর্মদেব অতিথি হয়ে এসেছিলেন কেন?**

উত্তর : ব্রাহ্মণের পরিবারের সদস্যদের পরীৰা করার জন্য ধর্মদেব অতিথি হয়ে এসেছিলেন।

৫। **আমরা কার সেবা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি?**

উত্তর : আমরা জীব সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে প্রধানতম সম্পর্ক হলো সৃষ্টির সম্পর্ক। ঈশ্বর হলেন স্রষ্টা এবং জীব তাঁর সৃষ্টি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তিনি জীবের মধ্যেও অবস্থান করেন। জীবের মধ্যে অবস্থানকরাকালীন ঈশ্বরকে আমরা আত্মা বলি। জীবদেহে আত্মারূ পে অবস্থান করে তিনি জীবকে পরিচালনা করেন।

২। আমরা জীবসেবা করব কেন?

উত্তর : পরমাত্মারূ পে ঈশ্বর সকল জীবের মধ্যে অবস্থান করেন এবং জীবকে পরিচালনা করেন। ফলে জীবের সেবা করলে তা ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" সুতরাং জীবসেবাও ধর্ম। তাই আমরা জীবসেবা করব।

৩। কীভাবে জীবের সেবা করা যায়?

উত্তর : আত্মা আছে ঈশ্বরের এমন যেকোনো সৃষ্টির সেবা করার মাধ্যমেই জীবের সেবা করা যায়। বিশেষভাবে আমরা দরিদ্র, পীড়িত ও আর্তের সেবা করব। গৃহপালিত জীবজন্তুর পরিচর্যা করব। গাছপালা রোপণ করব। এভাবে আমরা জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করব।

৪। ব্রাহ্মণকে অতিথি ব্রাহ্মণ এসে কী বলেছিলেন?

উত্তর : ব্রাহ্মণকে অতিথি ব্রাহ্মণ এসে বললেন, "আমরা দুর্ভিৰে আক্রান্ত হয়েছি। অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছি। এখন আমি খুবই ৰুধার্ত।"

৫। ব্রাহ্মণ ও তাঁর পরিবারের সবাই নিজেরা না খেয়ে অতিথি ব্রাহ্মণকে খাইয়েছিলেন কেন?

উত্তর : ৰুধার্ত ব্রাহ্মণ ও তার পরিবারের অন্য তিন সদস্য যখন খেতে বসলেন তখন অতিথি ব্রাহ্মণ এসে নিজের দুর্দশার কথা জানালেন এবং খাবার চাইলেন। ব্রাহ্মণ অতিথি ব্রাহ্মণকে তার নিজের ভাগের খাবার দিলেন। এতে অতিথির ৰুধা দূর হলো না। এরপর ক্রমান্বয়ে পরিবারের তিন সদস্যের খাবারও অতিথিকে দেওয়া হলো। এর কারণ হলো ব্রাহ্মণ ধর্ম সাধনা করতেন। তাঁর কাছে জীবের সেবাই গুরবত্বপূর্ণ। কেননা এর মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

১. জীবের সেবা করলে কার সেবা করা হয়? খ

ক দেব-দেবীর খ ঈশ্বরের
গ গণেশের ঘ শিবের

২. জীব সেবার আদর্শ বুঝতে হলে আমাদের হওয়া উচিত– ক

ক ত্যাগী খ লোভী
গ ভোগী ঘ বিলাসী

৩. আমরা জীবকে কী ভেবে সেবা করব? গ

ক বন্ধু খ দেবতা
গ ঈশ্বর ঘ ভাই

৪. জীবসেবা করে আমরা কী পাব? ক

ক শান্তি খ অর্থ
গ সুনাম ঘ খ্যাতি

দরিদ্র ব্রাহ্মণের জীবসেবা

৫. কুরুক্ষেত্রের অন্য নাম কী? খ

ক যুদ্ধৰেত্র খ ধর্মৰেত্র
গ গোচারণৰেত্র ঘ যজ্ঞৰেত্র

৬. "তোমাদের সেবায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।"– কথাটি কে বলেছেন? খ

ক ব্রাহ্মণ খ অতিথি ব্রাহ্মণ
গ ঈশ্বর ঘ রাম

৭. ব্রাহ্মণ কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন? ক

ক উঞ্ছবৃত্তি করে খ মাছ ধরে
গ জমি চাষ করে ঘ ওষুধ বিক্রি করে

৮. দরিদ্র ব্রাহ্মণের জীবসেবার কাহিনী কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে? গ

ক রামায়নে খ গীতায়
গ মহাভারতে ঘ পুরাণে

৯. ব্রাহ্মণপত্নী যবের ছাতু কয়ভাগে ভাগ করেছিলেন? গ

ক ২ ভাগে খ ৩ ভাগে
গ ৪ ভাগে ঘ ৫ ভাগে

১০. ব্রাহ্মণের অতিথির সমস্যা কী ছিল? ঘ

ক ঝড়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন
খ বন্যায় আক্রান্ত হয়েছিলেন
গ দস্যুর কবলে পড়েছিলেন
ঘ দুর্ভিৰে আক্রান্ত হয়েছিলেন

১১. অতিথি ব্রাহ্মণ প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন? খ

ক শিব খ ধর্মদেব
গ কৃষ্ণ ঘ রাম

১২. ব্রাহ্মণের কোন আদর্শ আমরা মনে প্রাণে ধারণ করব? গ

ক উঞ্ছবৃত্তি করার
খ সংসার করার
গ জীবসেবা করার
ঘ বিদ্যাচর্চার

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনফল : ঈশ্বরের সেবা করার উপায় জানতে পারব।

১৩. ক্লাসে শিক্ষক বললেন, তোমরা জীবের সেবা করবে। দারিদ্র্যের সেবা করবে। এর মধ্য দিয়ে মূলত কার সেবা করা হয়? ক

ক ঈশ্বরের খ গণেশের
গ ব্রাহ্মণের ঘ শিবের

১৪. কোন কাজটি দ্বারা ঈশ্বর বেশি সন্তুষ্ট হয় বলে তুমি মনে কর? খ

ক দীর্ঘ সময় ধরে ধ্যান করা
খ ৰুধার্ত মানুষকে খাবার দেওয়া
গ বৃৰরোপণ করা
ঘ ধর্মগ্রন্থ বেদ শোনা

শিখনফল : সৃষ্টিকর্তা সমন্ধে জানতে পারব।

১৫. এ বিশাল পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একজন। এখানে একজন বলতে বোঝানো হয়েছে– খ

ক ব্রাহ্মণকে খ ঈশ্বরকে
গ গণেশকে ঘ বিষ্ণুকে

১৬. তুমি দেখলে রাস্তার উপর আবর্জনা পড়ে আছে। কিন্তু কেউ পরিষ্কার করছে না। এমতাবস্থায় তোমার করণীয় কী? গ

ক সমস্যা এড়িয়ে যাব
খ স্থানীয় প্রশাসনকে বলব কিছু করার জন্য
গ দল গঠন করে এটি পরিষ্কার করব
ঘ সমস্যাটি শিৰককে বলব

শিখনফল : ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভের উপায় জানতে পারব।

১৭. সুনীল সবসময় জীব সেবা করে। এতে কে সন্তুষ্ট হন বলে তুমি মনে কর? ঘ

ক মাতা-পিতা খ দেবতা
গ গুরবজন ঘ ঈশ্বর

১৮. সমাজে কোন কাজের মাধ্যমে তুমি ঈশ্বরের সেবা করছ? এটি প্রকাশ করবে – গ

ক কীর্তন করে খ পূজা করে
গ জনসেবা করে ঘ ধ্যান করে

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. ঈশ্বর জীবদেহে কীরূপে অবস্থান করেন?

উত্তর : ঈশ্বর জীবদেহে আত্মারূ পে অবস্থান করেন।

২. জীবনে চলার পথে আমরা কার করুণা লাভ করতে চাই?

উত্তর : জীবনে চলার পথে আমরা ঈশ্বরের করুণা লাভ করতে চাই।

৩. অতিথি ব্রাহ্মণ কে ছিলেন?

উত্তর : অতিথি ব্রাহ্মণ ছিলেন স্বয়ং ধর্মদেব।

৪. ঈশ্বর কীরূপে জীবকে পরিচালনা করেন?

উত্তর : ঈশ্বর আত্মারূ পে জীবকে পরিচালনা করেন।

৫. আমরা পোষা জীবজন্তুর পরিচর্যা করব কেন?

উত্তর : আমরা ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য পোষা জীবজন্তুর পরিচর্যা করব।

■ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

১. ঈশ্বর কোথায় অবস্থান করেন? ঈশ্বরের সেবা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ কী বলেছেন?

উত্তর : ঈশ্বর আত্মারূ পে সকল জীবের মধ্যেই অবস্থান করেন। ঈশ্বরের সেবা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন–

'বহুরূ পে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

এর মর্মার্থ হলো, ঈশ্বর জীবরূ পে আমাদের সম্মুখে আছেন। তাঁকে বাইরে খোঁজার দরকার নেই। যিনি জীবের সেবা করেন, তিনি জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই সেবা করেন।

২. ঈশ্বরের আরেক নাম কী? ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্কে চারটি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : ঈশ্বরের আরেক নাম পরমাত্মা। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা নিচে চারটি বাক্যে লেখা হলো :

i) ঈশ্বর প্রতিটি জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। সেই অর্থে প্রতিটি জীবই হলো ঈশ্বর।
ii) জীবের সেবা করলে তা ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়।
iii) জীবের মধ্যে অবস্থানকারী ঈশ্বরকে আত্মা বলা হয়।
iv) আত্মারূ পে ঈশ্বর অবস্থান করেন বলেই জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়।

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

৩. তুমি কীভাবে ঈশ্বরের সেবা করবে– এ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : আমি যেভাবে ঈশ্বরের সেবা করব –

১. জীবসেবা করে।
২. দরিদ্রের সেবা করে।
৩. পীড়িতের ও আর্তের সেবা করে।
৪. ক্ষুধার্তদের খাদ্য দান করে।
৫. অতিথিদের সেবা করে।

৪. তোমার বাবা সবসময় জীবসেবা করে থাকেন। এরূপ কার্যের পাঁচটি কারণ লেখ।

উত্তর : আমার বাবার জীবসেবা করার পাঁচটি কারণ হলো –

১. ঈশ্বর আত্মারবপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।
২. জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।
৩. জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।
৪. জীবসেবা আমাদের সকলের ধর্ম।
৫. যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ অর্থাৎ যেখানেই জীব সেখানেই শিব।

৫. ঈশ্বর, আত্মা ও জীবনের মধ্যে যে সম্পর্ক তা তিনটি বাক্যে লেখ। ঈশ্বর সম্পর্কে তুমি কী বুঝ? দুইটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ঈশ্বর, আত্মা ও জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক তা তিনটি বাক্যে নিচে দেওয়া হলো :

(i) ঈশ্বর আত্মারূ পে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।
(ii) জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।
(iii) সর্বজীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করব।

ঈশ্বর সম্পর্কে আমি যা বুঝি– ঈশ্বরের এক নাম পরমাত্মা। তিনি জীব দেহে আত্মারূ পে অবস্থান করে জীবকে পরিচালনা করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের স্বরূপ এবং উপাসনা ও প্রার্থনা

প্রথম পরিচ্ছেদ : ঈশ্বরের স্বরূপ

■ অনুশীলনীর প্রশ্ন ও সমাধান

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ঈশ্বরের কোনো ——— নেই।

২। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবী একই ——— বিভিন্ন রূ প।

৩। ব্রহ্মা ——— করেন।

৪। ——— পালনকর্তা।

৫। বামন ——— অবতারের অন্যতম।

৬। পরশু হাতে থাকায় ভৃগুরামের নাম হলো ———।

উত্তর : ১। আকার ২। ঈশ্বরের ৩। সৃষ্টি ৪। বিষ্ণু ৫। দশ ৬। পরশুরাম।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ঈশ্বরের সাকার রূ প	দুষ্টের দমন করেন।
২। দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য	দেব-দেবী।
৩। অবতাররূ পে ঈশ্বর	সন্তুষ্ট হন।
৪। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই	পূজা করা হয়।
৫। উপাসনা করলে দেব-দেবী	ইন্দ্র।
	ঈশ্বর।

উত্তর :

১। ঈশ্বরের সাকার রূ প **দেব-দেবী।**

২। দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য **পূজা করা হয়।**

৩। অবতাররূ পে ঈশ্বর **দুষ্টের দমন করেন।**

৪। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই **ঈশ্বর।**

৫। উপাসনা করলে দেব-দেবী **সন্তুষ্ট হন।**

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। **ঈশ্বরের সাকার রূপ কী?**

ক. ভগবান ✓খ. দেব-দেবী

গ. গ্রহ ঘ. নৰত্র

২। **'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'— কথাটি কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে?**

✓ক. উপনিষদে খ. রামায়ণে

গ. মহাভারতে ঘ. ভাগবতে

৩। **বিষ্ণুর অবতার কয়টি?**

ক. আটটি খ. নয়টি

✓গ. দশটি ঘ. এগারোটি

৪। **প্রহ্লাদের পিতার নাম কী?**

ক. হিরণ্যাৰ খ. সত্যব্রত

✓গ. হিরণ্যকশিপু ঘ. গৌতমবুদ্ধ

৫। **'পরশু' শব্দের অর্থ কী?**

ক. লাঙল খ. খড়্গ

গ. চক্র ✓ঘ. কুঠার

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। **ব্রহ্ম কাকে বলে?**

উত্তর : ঈশ্বর যখন নিরাকার, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়।

২। **ঈশ্বর যখন কোনো রূপ ধারণ করেন তখন তাঁকে কী বলে?**

উত্তর : ঈশ্বর যখন কোনো রূ প ধারণ করেন তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলা হয়।

৩। **ব্রহ্মা কাসের দেবতা?**

উত্তর : ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা?

৪। **অবতাররূপে পৃথিবীতে আসার পর ঈশ্বরের প্রধান কাজ কী?**

উত্তর : অবতাররূ পে পৃথিবীতে আসার পর ঈশ্বরের প্রধান কাজ হলো অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

৫। **রাম কেন বনে গমন করেছিলেন?**

উত্তর : পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনে গমন করেছিলেন।

৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : ঈশ্বর নিরাকার, তবে তিনি যেকোনো আকার ধারণ করতে পারেন। ঈশ্বর যখন নিরাকার, তখন তাঁকে বলা হয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সকল জীব ও জগতের উপর প্রভুত্ব করেন। তাই ব্রহ্মের আরেক নাম ঈশ্বর। ব্রহ্ম সকল প্রাণের উৎসস্বরূ প। তাঁর থেকেই জগতের সৃষ্টি। ধর্মগ্রন্থ উপনিষদে বলা হয়েছে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ, সবকিছুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সুতরাং ব্রহ্ম, ঈশ্বর আলাদা কিছু নয়। একই ঈশ্বরের ভিন্ন নাম।

২। ঈশ্বর ও দেব-দেবীর সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আমরা জানি, ঈশ্বরের কোনো আকার নেই। তিনি নিরাকার। তবে তিনি যেকোনো রূ পে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। ঈশ্বরের কোনো গুণ বা ৰমতা যখন আকার বা রূ প পায় তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। যেমন– ঈশ্বর যে রূ পে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। যে রূ পে তিনি পালন করেন তাঁর নাম বিষ্ণু। দেব-দেবীর পূজা বা আরাধনা করলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। তাঁরা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। সুতরাং দেব-দেবীর পূজার মাধ্যমে ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়।

৩। অবতার বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– "পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গরানি হয় ও অধর্ম বেড়ে যায়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি"। সাধুদেব পরিত্রাণ, দুষকৃতিকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। পৃথিবীতে ঈশ্বরের এরূ প অবতীর্ণ হওয়াকে অবতার বলে।

৪। পরশুরাম অবতারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর : ত্রেতা যুগে অত্যাচারী ৰত্রিয়রাজা কার্তবীর্যের নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবার জন্য মহর্ষি ঋচীক ভগবান বিষ্ণুর তপস্যা করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভৃগুরাম নামে বিষ্ণু ঋচীকের পৌত্ররূ পে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাদেবের উপাসক ছিলেন বলে মহাদেব তাঁকে অস্ত্র হিসেবে একটি কুঠার বা পরশু দান করেন। অত্যাচারী রাজা কার্তবীর্য একদা পরশুরামের পিতাকে হত্যা করেন। পরশুরাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধের জন্য কার্তবীর্যকে হত্যা করেন এবং ৰত্রিয়দের ধ্বংস করে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

৫. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অবতার সম্পর্কিত শ্লোকটি সরলার্থসহ লেখ।

উত্তর : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অবতার সম্পর্কিত শেরাকটি হলো–

যদা যদা হি ধর্মস্য গরানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষকৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সরলার্থ : পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গরানি হয় ও অধর্ম বেড়ে যায়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষকৃতিকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্যও আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

➲ <u>সাধারণ</u>

ভূমিকা

১. 'অন্ত' শব্দের অর্থ কী? ঘ
ক অনন্ত খ শুরব গ প্রথম ঘ শেষ

২. সকল প্রাণের উৎস কে? খ
ক শিব খ ব্রহ্ম গ রাম ঘ বিষ্ণু

৩. আমাদের জীবন-মৃত্যু সবকিছুর মূলে কে? গ
ক ব্রহ্ম খ বিষ্ণু গ ঈশ্বর ঘ রাম

৪. জগত সৃষ্টির মূলে কে? ক
ক ব্রহ্ম খ বিষ্ণু গ শিব ঘ কৃষ্ণ

৫. সকল জীবকে কী জ্ঞানে সেবা করা কর্তব্য? ক
ক ব্রহ্মজ্ঞানে খ বিষ্ণুজ্ঞানে
গ কৃষ্ণজ্ঞানে ঘ শিবজ্ঞানে

ঈশ্বরের সাকার রূপ

৬. বিদ্য অর্জন করতে তোমাকে কোন দেবীর পূজা করতে হবে? গ
ক দুর্গা খ লক্ষ্মী গ সরস্বতী ঘ মনসা

৭. ঈশ্বর কী রূপে লালন-পালন করেন? খ

ক দুর্গা খ বিষ্ণু গ গণেশ ঘ শিব

৮. নিরাকার হলেও কে যে কোনো আকার ধারণ করতে পারেন? ক

ক ঈশ্বর খ ব্রহ্মা গ বিষ্ণু ঘ শিব

৯. ঈশ্বরের কোনো গুণ বা ক্ষমতা যখন আকার বা রূপ পায় তখন তাকে কী বলে? গ

ক ব্রাহ্মণ খ অবতার

গ দেবী ঘ দেবতা

১০. দেব–দেবীর মধ্য দিয়ে কার শক্তির প্রকাশ ঘটে? খ

ক শিবের খ ঈশ্বরের

গ ব্রহ্মার ঘ দুর্গার

১১. ঈশ্বর যে রূপে লালন–পালন করেন তাঁর নাম কী? ঘ

ক সরস্বতী খ দুর্গা

গ ব্রহ্মা ঘ বিষ্ণু

১২. ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটেছে কোন দেবীর মধ্য দিয়ে? গ

ক মনসার খ লক্ষ্মীর

গ দুর্গার ঘ সরস্বতীর

১৩. ঈশ্বর কখন অবতাররূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেন? খ

ক পৃথিবীতে দুর্যোগ দেখা দিলে

খ ধর্মের গ্লানি হলে

গ মানুষের খাদ্যাভাব দেখা দিলে

ঘ ঈশ্বর আরাধনা বেশি হলে

দশ অবতারের পরিচয়

১৪. ভগবান বিষ্ণু যুগে যুগে নিজেকে কয়টি রূপে প্রকাশ করেছেন? ঘ

ক ৬ টি খ ৮ টি

গ ১০ টি ঘ ১২ টি

১৫. মৎস্য, কূর্ম, বরাহ এদের পরিচয় কী? ক

ক এরা ভগবানের অংশ বিশেষ

খ এরা স্বয়ং ভগবান

গ এরা শক্তির দেবতা

ঘ এরা শান্তির দূত

মৎস্য অবতারের পরিচয়

১৬. মৎস্য অবতার অবতরণ করেন কোন রাজার আমলে? ঘ

ক রাজা জমদগ্নির খ রাজা ঋচীকের

গ রাজা দশরথের ঘ রাজা সত্যব্রতের

১৭. বিষ্ণুর আরেক নাম কী? খ

ক রাম খ নারায়ণ গ বিশ্বকর্মা ঘ ব্রহ্মা

১৮. রাজা সত্যব্রতের নিকট কী এসে প্রাণ ভিক্ষা চায়? গ

ক কৈ মাছ খ রবই মাছ

গ পুঁটি মাছ ঘ মলা মাছ

১৯. পুঁটি মাছের আকৃতি বৃদ্ধি দেখে রাজা কী করলেন? ক

ক মাছটির স্তব–স্তুতি শুরব করলেন

খ মাছটি বিক্রি করে দিলেন

গ মাছটি খেয়ে ফেললেন

ঘ মাছটি মেরে ফেললেন

২০. পুঁটি মাছটির প্রকৃতি পরিচয় কী ছিল? খ

ক মাছটি ছিল কূর্ম অবতার

খ মাছটি ছিল মৎস্য অবতার

গ মাছটি ছিল বরাহ অবতার

ঘ মাছটি ছিল নৃসিংহ অবতার

২১. মৎস্যরূপী নারায়ন কতদিনের মধ্যে জগতের প্রলয়ের কথা বললেন? গ

ক ৫ দিন খ ৬ দিন

গ ৭ দিন ঘ ৮ দিন

২২. মৎস্য অবতার রাজার ঘাটে কীরূপ তরী ভিড়ার কথা বললেন? গ

ক রূ পাতরী খ হীরাতরী

গ স্বর্ণতরী ঘ মুক্তাতরী

কূর্ম অবতার

২৩. অসুরদের পরাজিত করার জন্য শ্রীবিষ্ণু কোন সাগর মন্থনের পরামর্শ দিয়েছিলেন? গ

ক নিরোদ খ সরোদ গ ৰিরোদ ঘ ভারত

২৪. ব্রহ্ম ও ইন্দ্র নিপীড়িত দেবতাদের নিয়ে কার কাছে গেলেন? খ

ক শ্রীকৃষ্ণের খ শ্রীবিষ্ণুর

(গ) শিবের (ঘ) রামের

২৫. শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের কী পান করে অসুরদের পরাজিক করার কথা বললেন? খ

(ক) পানি (খ) অমৃত

(গ) মধু (ঘ) ফলের রস

২৬. শ্রীবিষ্ণু কোন রূপে মন্দ পর্বতকে নিজের পিঠে ধারন করলেন? খ

(ক) মাছ (খ) কচ্ছপ

(গ) কচ্ছপ (ঘ) কুমির

বরাহ অবতার

২৭. শ্রীবিষ্ণু কীরূপে পৃথিবীকে সাগরে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করলেন? ঘ

(ক) কূর্মরূ পে (খ) মৎসরূ পে

(গ) বলরামরূ পে (ঘ) বরাহরূ পে

২৮. শ্রীবিষ্ণু বরাহরূপে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করতে কী ব্যবহার করেন?

(ক) তার বিশাল হাত (খ) তার বিশাল দাঁত

(গ) হাতে থাকা লাঙল (ঘ) বড় তরী

২৯. বরাহরূপী শ্রীবিষ্ণু কোন দৈত্যরাজকে হত্যা করে পৃথীবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন? খ

(ক) হিরণ্যকশিপু (খ) হিরণ্যাৰ

(গ) প্রহ্লাদ (ঘ) বলি

নৃসিংহ অবতার [পৃষ্ঠা নং- ১৩]

৩০. হিরণ্যকশিপুর ভাইয়ের নাম কী ছিল? খ

(ক) হিরণ্যাৰশিপু (খ) হিরণ্যাৰ

(গ) হিরণ্যাশিপু (ঘ) হিরণ্যা

৩১. হিরণ্যকশিপু কে ছিলেন? খ

(ক) দেবতা (খ) দৈত্যরাজ

(গ) বিষ্ণু অবতার (ঘ) দৈত্যরাজের ছেলে

৩২. হিরণ্যকশিপু ছেলের নাম কী ছিল? ঘ

(ক) ঝুটন (খ) প্রদীপ

(গ) নারায়ণ (ঘ) প্রহ্লাদ

৩৩. প্রহ্লাদ কার ভক্ত ছিল? ঘ

(ক) কৃষ্ণের (খ) রামের

(গ) শিবের (ঘ) বিষ্ণুর

৩৪. শ্রীবিষ্ণু কোথায় থেকে বের হয়ে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করল? ক

(ক) স্তম্ভের ভিতর থেকে (খ) গাছের ভিতর থেকে

(গ) পাহাড়ের ভিতর থেকে (ঘ) বনের ভিতর থেকে

৩৫. 'নৃ' শব্দের অর্থ কী? গ

(ক) দেব (খ) দেবী

(গ) মানুষ (ঘ) অবতার

৩৬. শ্রীবিষ্ণু কী হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করেছিলেন? খ

(ক) হাত (খ) নখ

(গ) দাঁত (ঘ) তরবারি

বামন অবতার

৩৭. বামন অবতার বলি রাজার কাছে কী চাইলেন? গ

(ক) স্বর্গরাজ্য (খ) মর্ত্য

(গ) ত্রিপাদ ভূমি (ঘ) দ্বিপাদ ভূমি

৩৮. অসুর রাজা বলির কী গুণ ছিল? খ

(ক) দেবতাদের ভালোবাসতেন

(খ) দান করতেন

(গ) মানুষকে খাওয়াতেন

(ঘ) গাছপালা লাগাতেন

৩৯. বামনরূপী ভগবান তাঁর তৃতীয় পা কোথায় রাখলেন? খ

(ক) বলির ঘাড়ের ওপর (খ) বলির মাথার ওপর

(গ) বলির হাতের ওপর (ঘ) বলির পিঠের ওপর

পরশুরাম অবতার

৪০. পরশুরাম অবতার কোন যুগে অবতরণ করেন? ঘ

(ক) কলি যুগে (খ) সত্য যুগে (গ) দ্বাপর যুগে (ঘ) ত্রেতা যুগে

৪১. পরশুরামের পিতার নাম কী? ঘ
ক ভৃগুরাম খ ঋচীক গ সত্যব্রত ঘ জমদগ্নি

৪২. রাম অবতার কোন যুগে অবতরণ করেন? ক
ক ত্রেতা যুগে খ দ্বাপর যুগে
গ সত্য যুগে ঘ কলি যুগে

৪৩. ত্রেতা যুগে কার্তবীর্যের নেতৃত্বে কারা খুব অত্যাচারী হয়ে ওঠেছিল? খ
ক ব্রাহ্মণরা খ ক্ষত্রিয়রা
গ বৈশ্যরা ঘ শূদ্ররা

৪৪. ভৃগুরাম কে ছিলেন? গ
ক কার্তবীর্যের পৌত্র খ দ্বাপর যুগে
গ বিষ্ণু ঋচীকের পৌত্র ঘ কলি যুগে

৪৫. ভৃগুরাম কার উপাসনা করতেন? ঘ
ক রামের খ কৃষ্ণের
গ হরির ঘ মহাদেবের

৪৬. পরশু শব্দের অর্থ কী? ক
ক কুঠার খ তরবারি
গ তরবারি ঘ চক্র

৪৭. পরশুরাম কতবার ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে পরাজিত করেন? গ
ক ষোলবার খ আঠারবার
গ একুশবার ঘ পঁচিশবার

রাম অবতার [পৃষ্ঠা নং- ১৬]

৪৮. রাম অবতার কোন যুগে অবতরণ করেন? ক
ক ত্রেতা যুগে খ দ্বাপর যুগে
গ সত্য যুগে ঘ কলি যুগে

৪৯. কাকে বধ করার জন্য শ্রীবিষ্ণু রামরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন? খ
ক কার্তবীর্য খ রাবন
গ বলি ঘ হিরণ্যকশিপু

৫০. শ্রীবিষ্ণু কার পুত্ররূপে রাম নামে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন? ক
ক রাজা দশরথ খ রাজা বলবীর
গ রাজা হারাধন ঘ রাজা অসীম

৫১. বন থেকে কে সীতাকে হরণ করে? ক
ক রাবন খ দশরথ
গ কার্তবীর্য ঘ বলি

বলরাম অবতার

৫২. বলরাম কোন যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন? গ
ক মলরযুদ্ধে খ দৈত যুদ্ধে
গ গদাযুদ্ধে ঘ কুরবক্ষেত্রযুদ্ধে

৫৩. শ্রীবিষ্ণু কোন যুগে বলরাম রূপে অবতীর্ণ হন? ঘ
ক ত্রেতা যুগে খ কলি যুগে
গ সত্য যুগে ঘ দ্বাপর যুগে

৫৪. বলরাম শ্রীকৃষ্ণের কী হন? খ
ক বাবা খ বড় ভাই
গ মামা ঘ ছোট ভাই

৫৫. বলরাম কী দিয়ে অত্যাচারীকে শাস্তি দিতেন? গ
ক তলোয়ার খ চাবুক
গ লাঙল ঘ গদা

বুদ্ধ অবতার [পৃষ্ঠা নং- ১৮]

৫৬. বুদ্ধ অবতার কখন জন্ম গ্রহণ করেন? খ
ক খ্রিষ্ট্রপূর্ব পঞ্চম শতকে খ খ্রিষ্ট্রপূর্ব ষষ্ঠ শতকে
গ খ্রিষ্ট্রপূর্ব সপ্তম শতকে ঘ খ্রিষ্ট্রপূর্ব অষ্টম শতকে

৫৭. শ্রীবিষ্ণু গৌতম নামে কার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন? ক
ক শুদ্ধোদনের খ দশরথের
গ বিষ্ণু ঋচীকের ঘ জমদগ্নির

৫৮. গৌতম বুদ্ধ কীভাবে মানুষকে শান্তির পথ দেখান? খ
ক যুদ্ধ না করতে বলে খ শান্তির বাণী প্রচার করে
গ মানব সেবা করে ঘ দানের কথা বলে

কল্কি অবতার [পৃষ্ঠা নং- ১৯]

৫৯. শ্রীবিষ্ণু কল্কি অবতাররূপে আবির্ভূত হবেন কবে? ক
ক কলিযুগের শেষপ্রান্তে খ কলিযুগের শুরবতে
গ ত্রেতাযুগের শেষে ঘ ত্রেতাযুগের শুরবতে

৬০. কলির শেষপ্রান্তে অন্যায় দমন করতে কে আর্বিভূত হবেন? গ

ক) রাম খ) বলরাম
গ) শ্রীবিষ্ণু ঘ) সিংহ অবতার

৬১. শ্রীবিষ্ণু কী দিয়ে অত্যাচারীদের দমন করবেন? খ

ক) গদা খ) খড়্গ গ) তলোয়ার ঘ) চক্র

➲ <u>যোগ্যতাভিত্তিক</u>

শিখনফল : ঈশ্বরের পাবার উপায় জানব।

৬২. প্রশান্ত ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চায়। এজন্য তাকে যা করতে হবে– গ

ক) ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে হবে খ) পূজা করতে হবে
গ) জীবকে ভালোবাসতে হবে ঘ) ঈশ্বর নাম জপ করতে হবে

শিখনফল : শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে জানতে পারব।

৬৩. শ্রীবিষ্ণুর দশ রূপের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান নেই কেন? ক

ক) শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবান বলে খ) শ্রীকৃষ্ণের ৰমতা কম বলে
গ) শ্রীকৃষ্ণের কালো রূ প বলে ঘ) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণুর চেয়ে বড় বলে

শিখনফল : বরাহ অবতার সসম্পর্কে জানতে পারব।

৬৪. বাসন্তীপুর গ্রামটি গতবারে বন্যায় তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কোনো এক অবতার তাঁর দাঁত দিয়ে গ্রামটিকে জলের উপরে তুলে রক্ষা করেন। এখানে কোন অবতারকে বোঝানো হয়েছে? গ

ক) মৎস্য অবতার খ) কূর্ম অবতার
গ) বরাহ অবতার ঘ) নৃসিংহ অবতার

শিখনফল : নৃসিংহ অবতারের ঘটনা জানতে পারব।

৬৫. চেয়ারম্যান সুবোধ রাস বিপ্লবকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দেন। বিপ্লবের ভাই জয়ন্ত ভাইয়ের শাস্তির কথা শুনে খুব ক্রুদ্ধ হলেন। এখানে জয়ন্ত চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে– খ

ক) রাবনের খ) হিরণ্যকশিপুর
গ) কার্তবীর্যের ঘ) বলির

৬৬. হিরণ্যকশিপু তার ছেলের ওপর রেগেছিল কেন? ক

ক) ছেলের বিষ্ণুভক্তির জন্য
খ) ছেলে পড়াশুনা না করার জন্য
গ) ছেলের ওষুধ না খাওয়ার জন্য
ঘ) ছেলের মাতৃভক্তির জন্য

শিখনফল : অবতারদের জীবনী পড়ে শিৰা গ্রহণ করতে পারব।

৬৭. অবতারদের জীবনী থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? খ

ক) অসুরদের বধ করার
খ) প্রয়োজনে দুষ্টদের দমন করার
গ) শ্রীবিষ্ণুকে ভক্তি করার
ঘ) ধর্ম পালন করার

শিখনফল : ঈশ্বরের শক্তি সমন্ধে জানতে পারব।

৬৮. ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর অনন্ত শক্তি। এখানে অনন্ত বলতে কী বুঝানো হয়েছে? ক

ক) যার শেষ নেই খ) যার শেষ আছে
গ) যার জ্ঞান সীমিত ঘ) যার গুণ সীমিত

শিখনফল : অবতারের কাজ সম্পর্কে জানতে পারব।

৬৯. অবতারের কোন কাজটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর? ঘ

ক) মানুষকে দেখাশুনা করা
খ) শান্তি প্রতিষ্ঠা করা
গ) ভালো মানুষকে রৰা করা ঘ) ধর্ম পুনঃস্থাপন করা

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই কে ছিলেন?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই ছিলেন বলরাম। তিনি ছিলেন শ্রীবিষ্ণুর অবতার।

২. ঈশ্বরের গুণ বা ক্ষমতার আকারকে কী বলে?

উত্তর : ঈশ্বরের গুণ বা ৰমতার আকারকে দেব-দেবী বলে।

৩. কোথায় দেব-দেবীর পূজা করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে?

উত্তর : বেদ, পুরাণে দেব-দেবীর পূজা করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. শ্রীবিষ্ণুর প্রথম অবতারের নাম কী?

উত্তর : শ্রীবিষ্ণুর প্রথম অবতারের নাম মৎস্য অবতার।

৫. বলরাম অবতার অন্য কী নামে পরিচিত ছিলেন?

উত্তর : বলরাম অবতার হলধর নামে পরিচিত ছিলেন।

৬. গৌতম বুদ্ধের পিতার নাম কী?

উত্তর : গৌতম বুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধোদন।

৭. ভগবান বিষ্ণুর দশম অবতারের নাম কী?

উত্তর : ভগবান বিষ্ণুর দশম অবতার হলো কল্কি অবতার।

৮. কল্কি অবতারের হাতে অস্ত্র হিসেবে কী থাকবে?

উত্তর : কল্কি অবতারের হাতে অস্ত্র হিসেবে খড়্গ থাকবে।

■ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

১. দেবতা বা দেব-দেবী বলতে কাদের বোঝানো হয়? দেব-দেবীর মাধ্যমে ঈশ্বরের চারটি গুণের প্রকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের গুণ বা ৰমতা যখন আকার রূ প পায় তখন তাদের দেবতা বা দেব-দেবী বলে।

দেব-দেবীর মাধ্যমে ঈশ্বরের চারটি গুণের প্রকাশ :

i. ব্রহ্মা : ঈশ্বর ব্রহ্মারূ পে সৃষ্টি করেন।

ii. বিষ্ণু : ঈশ্বর বিষ্ণুরূ পে লালন-পালন করেন।

iii. সরস্বতী : ঈশ্বর সরস্বতীরূ পে জ্ঞান দান করেন।

iv. দুর্গা : ঈশ্বর দুর্গার মাধ্যমে শক্তির প্রকাশ ঘটান।

২. ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কয়টি অবতার? তাঁর শেষ অবতার সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

উত্তর : ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার দশটি। তাঁর শেষ অবতার হলো কল্কি অবতার। পৃথিবীতে এখনও তাঁর আগমন ঘটে নাই। তিনি কলি যুগের শেষ সময়ে আবির্ভূত হবেন। অন্যায় দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠাই হবে তার কাজ। তিনি অস্ত্র হিসেবে খড়্গ ব্যবহার করবেন। এর সাহায্যে তিনি অত্যাচারী ব্যক্তিদের হত্যা করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন।

৩. শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই কোন যুগে অবতীর্ণ হন? তার সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলরাম দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হন। তাঁর সম্পর্কে চারটি বাক্য হলো –

(i) তিনি গদাযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর।

(ii) তিনি লাঙল বা হল আকৃতির অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতেন।

(iii) তাকে বলা হয় হলধর।

(iv) তিনি অত্যাচারীকে শাস্তি দিতেন।

৪. অবতার বলতে কী বুঝায়? অবতার কয়জন? যে কোনো একজন অবতার সম্পর্কে বর্ণনা দাও। [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]

উত্তর : অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে ধর্ম, শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন তখন তাকে অবতার বলে।

অবতার ১০ জন।

নিচে বুদ্ধ অবতার সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মানুষের মধ্য থেকে হিংসা, নীচতা দূর করতে শ্রীবিষ্ণু রাজা, শুদ্ধোদনের পুত্ররূ পে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় গৌতম। পরে তিনি 'বোধি' অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান লাভ করে গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। তিনি অহিংসার বাণী প্রচার করে মানুষকে শান্তির পথ দেখান। তাঁর ধর্মের মূল কথা ছিল, 'জীবসেবা' এবং 'অহিংসা পরম ধর্ম।' তিনি জীবসেবা ও অহিংসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

৫. দেবাশীষ জীবসেবা করে আনন্দ পায়। প্রতিবেশী কারোর প্রতি তার কোনো হিংসা নেই। কোন অবতারের সাথে দেবাশীষের সাদৃশ্য রয়েছে? উক্ত দেবতা সম্পর্কে ৪টি বাক্য লেখ।

উত্তর : অবতার গৌতম বুদ্ধের সাথে দেবাশীষের সাদৃশ্য রয়েছে। গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে ৪ টি বাক্য নিচে লেখা হলো:

i. শ্রীবিষ্ণু খ্রিষ্টপূর্বে ষষ্ঠ শতকে গৌতম নামে রাজা শুদ্ধোদনের পুত্ররূ পে জন্ম গ্রহণ করনে।

ii. গৌতম বিশেষ জ্ঞান লাভ করে গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিতি পান।

iii. তিনি অহিংসার বাণী প্রচার করে মানুষকে শান্তির পথ দেখান।

iv. তাঁর ধর্মের মূল কথা ছিল 'জীবসেবা' এবং 'অহিংসা' পরম ধর্ম।

৬. বর্তমান সময়ে চারদিকে অধর্ম সয়লাব করেছে। ধর্ম সংস্থাপনে বর্তমান সময়ে তুমি কোন অবতারকে আশা করবে? তাঁর চারটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর : ধর্ম সংস্থাপনে বর্তমান সময়ে আমি শ্রীবিষ্ণুর কল্কীরূপে অবতীর্ণ হওয়াকে আশা করি। তাঁর অর্থাৎ কল্কি অবতারের ৪টি বৈশিষ্ট্য :

i. কল্কি অবতার জীবের দুঃখ দূর করার জন্য কাজ করবেন।

ii. তাঁর হাতে থাকবে খড়্গ।

iii. তিনি খড়্গ দিয়ে অত্যাচারী ব্যক্তিদের হত্যা করবেন।

iv. তাঁর প্রচেষ্টায় দুষ্টের দমন হবে এবং পৃথীবীতে ধর্মের বিস্তার ঘটবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উপাসনা ও প্রার্থনা

■ অনুশীলনীর প্রশ্ন ও সমাধান

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ঈশ্বর নিরাকার, তবে তিনি —— হতে পারেন।

২। নিয়মিত উপাসনা করা আমাদের ——।

৩। পদ্মাসন ও —— উপাসনার জন্য বিশেষ উপযোগী।

৪। প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের নিকট কিছু ——।

৫। প্রার্থনা করার সময় দেহ ও মন—— থাকা প্রয়োজন।

উত্তর : ১। সাকার ২। কর্তব্য ৩। সুখাসন ৪। চাওয়া ৫। পবিত্র

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। মন্ত্র ও শ্লোক শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করা হয়	দীনতার ভাব থাকতে হবে।
২। উপাসনা মানুষকে সৎপথে	সাকার উপাসনা।
৩। প্রার্থনার সময় মনে	প্রার্থনা করার সময়।
৪। ঈশ্বরকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করাই	পরিচালিত করে।
৫। বিভিন্ন দেব-দেবীকে প্রতিমায় আরাধনা করা	পূজা করা হয়।
	নিরাকার উপাসনা।

উত্তর :

১। মন্ত্র ও শ্লোক শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করা হয় **প্রার্থনা করার সময়।**

২। উপাসনা মানুষকে সৎপথে **পরিচালিত করে।**

৩। প্রার্থনার সময় মনে **দীনতার ভাব থাকতে হবে।**

৪। ঈশ্বরকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করাই **নিরাকার উপাসনা।**

৫। বিভিন্ন দেব-দেবীকে প্রতিমায় আরাধনা করা **সাকার উপাসনা।**

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। **উপাসনা কিসের অঙ্গ?**

ক. মনের খ. দেহের

✓গ. ধর্মের ঘ. কর্মের

২। **উপাসনা কয় প্রকার?**

✓ক. দুই প্রকার খ. চার প্রকার

গ. ছয় প্রকার ঘ. আট প্রকার

৩। **উপাসনা একটি–**

ক. সাপ্তাহিক কর্ম খ. পাৰিক কর্ম

গ. মাসিক কর্ম ✓ঘ. নিত্যকর্ম

৪। **উপাসনা করলে–**

✓ক. দেহ ও মন পবিত্র হয় খ. জনবল বাড়ে

গ. মান-সম্মান বাড়ে ঘ. শরীর সুস্থ হয়

৫। **গাব তোমার সুরে, দাও সে বীণাযন্ত্র– কথাটি কে বলেছেন?**

ক. নরেন্দ্রনাথ খ. সত্যেন্দ্রনাথ

✓গ. রবীন্দ্রনাথ ঘ. দ্বিজেন্দ্রনাথ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। **উপাসনা কাকে বলে?**

উত্তর : যেসব কর্মের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে স্মরণ, আরাধনা করে থাকি তাকেই বলা হয় উপাসনা।

২। **নিরাকার উপাসনা কাকে বলে?**

উত্তর : নিরাকার উপাসনা হলো নিজ অন্তরে ঈশ্বরকে অনুভব করা এবং মনে মনে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করা।

৩। **সাকার উপাসনা কাকে বলে?**

উত্তর : সাকার অর্থ যার আকার বা রূ প আছে। আকার বা রূ পের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করাই সাকার উপাসনা।

৪। **উপাসনার দুটি আসনের নাম লেখ।**

উত্তর : উপাসনার দুটি আসনের নাম হলো পদ্মাসন ও সুখাসন।

৫। **কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়?**

উত্তর : দেহ ও মন পবিত্র অবস্থায় দীনতার ভাব নিয়ে করজোড়ে ঈশ্বরের নিকট পার্থনা করতে হয়।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। **উপাসনার অর্থ কী? সাকার ও নিরাকার উপাসনার বর্ণনা দাও।**

[প্রা.শি.স.প.–২০১৪]

উত্তর : উপাসনার অর্থ হলো ঈশ্বরকে স্মরণ করা। একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে ডাকা। ঈশ্বরের আরাধনা করা।

সাকার ও নিরাকার উপাসনার বর্ণনা :

সাকার উপাসনা : আকার বা রূ পের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করাই হলো সাকার উপাসনা। বিভিন্ন দেব-দেবী; যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা প্রভৃতি ঈশ্বরের সাকার রূ প। এদের আরাধনা বা পূজা করার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়।

নিরাকার উপাসনা : নিরাকার উপাসনায় ঈশ্বরের ধ্যান করা হয়। ঈশ্বরের নাম মনে মনে উচ্চারণ করে নিজ অন্তরে ঈশ্বরকে অনুভব করা হয়, তাঁর নাম কীর্তন করা হয় এবং স্তব স্তুতি করে তাঁর নিকট প্রার্থনা করা হয়।

২। **উপনিষদ থেকে প্রদত্ত প্রার্থনামূলক মন্ত্রটি সরলার্থসহ লেখ।**

উত্তর : উপনিষদ থেকে প্রদত্ত প্রার্থনামূলক মন্ত্রটি হলো :

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্
সুবর্ষতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতি করিষ্যতঃ
সবিতা প্রসুবাতি তান্ ॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ২/৩)

সরলার্থ : সূর্যদেব আমার মনকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করবন। পরমাত্মা অভিমুখী ইন্দ্রিয়গুলোকে জ্ঞানের দ্বারা সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার শক্তি দিন।

৩। **আমরা উপাসনা করব কেন?– ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : উপাসনা অর্থ ঈশ্বরকে স্মরণ করা। ঈশ্বরের আরাধনা করা। ধর্মের অনুসারী হিসেবে আমাদের সকলেরই ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত। উপাসনার ফলে ভক্ত ঈশ্বরকে সাকার রূ পে কাছে পায়। উপাসনা আমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করে। মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে। ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। এসব কারণে আমরা নিয়মিত উপাসনা করব।

৪। **প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা কী?**

উত্তর : প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের নিকট কিছু চাওয়া। তিনি করবণাময়। তাঁর দয়ার উপরই আমাদের সবকিছু নির্ভর করে। তাই প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের নিকট আবেদন জানাই। নিজের এবং অন্যের মঙ্গাল কামনার জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। বিপদ থেকে মুক্তি কিংবা কোনো কিছুর শুরবতে আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করি। সকল ভালো কাজে সফলতার জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। এককথায়, সবকিছুর জন্যই প্রার্থনা প্রয়োজন। কেননা সবকিছু ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

৫। **তোমার পাঠ্য পুস্তকে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা প্রার্থনামূলক কবিতাটি লেখ।**

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা প্রার্থনামূলক কবিতা:

গাব তোমার সুরে দাও সে বীণাযন্ত্র
শুনব তোমার বাণী দাও সে অমর মন্ত্র।
করব তোমার সেবা দাও সে পরম শক্তি
চাইব তোমার মুখে দাও সে অচল ভক্তি ॥
সইব তোমার আঘাত দাও সে বিপুল ধৈর্য,
বইব তোমার ধ্বজা দাও সে অটল স্থৈর্য।

(সংৰেপিত)

[গীতাবিতান (পূজাপর্ব, গান–৯৭)]

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

➲ <u>সাধারণ</u>

উপাসনা

১. **উপাসনার অর্থ কী?** ক

ক ঈশ্বরকে স্মরণ করা খ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা
গ উপবাস করা ঘ ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়া

২. **নীরবে ঈশ্বরে নাম উচ্চারণ করাকে কী বলে?** খ

ক ধ্যান খ জপ গ কীর্তন ঘ স্তব

৩. **সরবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ বা গুণগান করার নাম কী?** গ

ক ধ্যান খ জপ গ কীর্তন ঘ স্তব

৪. **ঈশ্বরের স্তব করা হয় কীভাবে?** খ

ক তাঁকে প্রণাম করে
খ তাঁর নাম প্রশংসা করে উচ্চারণ করে
গ তাঁর নামে ভোগ দিয়ে
ঘ দেবীকে স্মরণ করে

৫. **একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের চিন্তা করার নাম কী?** গ

ক জপ খ কীর্তন গ ধ্যান ঘ প্রার্থনা

সাকার উপাসনা

৬. **যার আকার বা রূপ আছে তাকে বলে –** ক

ক সাকার খ উপাসনা গ নিরাকার ঘ শেরাক

নিরাকার উপাসনা

৭. **প্রতিদিন কতবার উপাসনা করতে হয়?** খ

ক ২ বার খ ৩ বার গ ৪ বার ঘ ৫ বার

৮. **উপাসনা কত প্রকার?** ক

ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

প্রার্থনা

৯. **ঈশ্বরের নিকট কিছু চাওয়াকে কী বলে?** ক

ক প্রার্থনা খ পুরস্কার গ তিরস্কার ঘ সম্মান

১০. **প্রার্থনার সময় মনে কেমন ভাব থাকতে হবে?** ক

ক দীনতার খ বিনয়ের গ পবিত্রতার ঘ শুদ্ধতার

১১. **এ বিশ্বের সর্বময় কর্তা কে?** খ

ক গৌতমবুদ্ধ খ ঈশ্বর

গ শিব ঘ রাবণ

১২. **নীরবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করাকে কী বলে?** গ

ক ধ্যান খ মগ্ন গ জপ ঘ কীর্তন

১৩. **সরবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করাকে বলে–** খ

ক স্তুতি খ কীর্তন গ পূজা ঘ স্তব

১৪. **প্রশংসা সহকারে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করাকে কী বলে?** ঘ

ক জপ খ প্রার্থনা গ আরাধনা ঘ স্তব

মন্ত্র, শ্লোক ও প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতা

১৫. **স্তব করলে আমাদের মন কেমন হয়?** খ

ক বিনয়ী খ পবিত্র

গ শুদ্ধ ঘ কোনোটিই নয়

➲ <u>যোগ্যতামূলক</u>

শিখনফল : উপাসনা সম্পর্কে জানতে পারব।

১৬. **সৌমিত্র প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে উপাসনা করার মাধ্যমে –** গ

ক ঈশ্বরকে পূজা করে খ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে

গ ঈশ্বরকে স্মরণ করে ঘ দেবীকে স্মরণ করে

১৭. **তুমি সন্ধ্যায় ঈশ্বরের উপাসনা করে থাক। এজন্য তোমার দেহমনে প্রয়োজন –** ঘ

ক সুস্থতা খ শক্তি গ শান্তি ঘ পবিত্রতা

১৮. **ঈশ্বরের নিকট উপাসনার সময় তোমার উপযোগী আসন কোনটি?** খ

ক পদ্মাসন ও সবাসন খ পদ্মাসন ও সুখাসন

গ শবাসন ও দেহাসন ঘ গোমুখাসন ও পদ্মাসন

১৯. **তোমার মা প্রতিদিন দেব–দেবীর মন্ত্র পাঠ করে। তিনি কোন দিকে মুখ করে বসেন?** গ

ক দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে খ দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকে

গ উত্তর বা পূর্ব দিকে ঘ উত্তর বা পশ্চিম দিকে

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. **উপাসনার সময় আমরা কী করি?**

উত্তর : উপাসনার সময় আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি। তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

২. **ঈশ্বরের তিনটি সাকার রূপের উদাহরণ দাও।**

উত্তর : ঈশ্বরের তিনটি সাকার রূ প হলো– দুর্গা, সরস্বতী এবং শিব।

৩. **ঈশ্বর বা দেব-দেবীর স্তব করাকে কী বলে?**

উত্তর : ঈশ্বর বা দেব-দেবীর স্তব করাকে ধর্মের অঙ্গ বলে।

৪. **ধর্মপালনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ বা পদ্ধতি কী?**

উত্তর : ধর্মপালনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ বা পদ্ধতি হলো উপাসনা।

৫. **উপাসনার সময় কীভাবে বসতে হয়?**

উত্তর : উপাসনার সময় সোজা হয়ে উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করে বসতে হয়।

■ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

১. উপাসনা অর্থ কী? উপাসনার চারটি পদ্ধতি লেখ।

উত্তর : উপাসনা অর্থ ঈশ্বরকে স্মরণ করা, ঈশ্বরের আরাধনা করা।

উপাসনার চারটি পদ্ধতি হলো :

i. একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের চিন্তা করা। একে ধ্যান বলে।

ii. নীরবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করা। একে জপ বলে।

iii প্রশংসা সহকারে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করা। একে স্তুতি বলে।

iv. সরবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ বা গুণগান করা। একে কীর্তন বলে।

➲ যোগ্যতামূলক

২. তোমার মা প্রতিদিন উপাসনা করেন? এরূপ কার্যের পাঁচটি উপকার লেখ।

উত্তর : উপাসনার পাঁচটি উপকার হলো –

১. দেহ-মন পবিত্র হয়।

২. ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায়।

৩. সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়।

৪. ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যায়।

৫. সৎ ও ধার্মিক হওয়া যায়।

৩. তুমি কীভাবে ঈশ্বরের প্রার্থনা কর এ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : আমি যেভাবে ঈশ্বরের প্রার্থনা করে থাকি তা হলো –

১. প্রার্থনার সময় দেহ ও মন পবিত্র রাখি।

২. করজোড়ে প্রার্থনা করে থাকি।

৩. মনে দীনতার ভাব প্রকাশ করে থাকি।

৪. নিজেকে দাস হিসেবে উপস্থাপন করি।

৫. মন্ত্র ও শ্লোকগুলো শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করে থাকি।

৪. স্তুতি কাকে বলে? হিন্দুধর্মাবলম্বীরা কেন ঈশ্বরের স্তুতি করেন এ সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।

উত্তর : আমরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রশংসা করি, তাঁর নাম উচ্চারণ করি, এভাবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করাকেই স্তুতি বলে।

স্তুতি সম্পর্কে নিচে চারটি বাক্য লেখা হলো :

i) স্তুতির মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বার্দ লাভ করি।

ii) ঈশ্বরের প্রশংসার মাধ্যমে নিজের মনকে প্রফুল্লরা রাখি।

iii) ঈশ্বরের নিকট শক্তি প্রার্থনা করি।

iv) সকলের কল্যাণ কামনা করি।

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দুধর্মের সাধারণ পরিচয়, ধর্মগ্রন্থ এবং মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী

প্রথম পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের সাধারণ পরিচয়

■ অনুশীলনীর প্রশ্ন ও সমাধান

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। —— বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্রহ্ম।

২। পৌরাণিক যুগে অনেক নতুন —— আবির্ভাব ঘটে।

৩। প্রতিদিন নিয়ম মেনে যে কাজ করা হয় তাকে বলে ——।

৪। নিত্যকর্মের ফলে —— শেখা যায়।

৫। —— রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি কিছুই নেই।

৬। যাঁরা মোৰলাভ করতে চান তাঁরা —— সবাইকে ভালোবাসেন।

উত্তর : ১. জ্ঞানকা-ের **২.** দেব-দেবীর **৩.** নিত্যকর্ম **৪.** নিয়মানুবর্তিতা **৫.** স্বর্গে **৬.** ব্রহ্মজ্ঞানে

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। হিন্দুধর্মের আরেক নাম	লীন হয়।
২। বৈদিক দেব-দেবীরা ছিলেন	সনাতন ধর্ম।
৩। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি	নিরাকার।
	পৌরাণিক দেবতা।
৪। নিত্যকর্মের ফলে যে-কোনো কাজে পুরোপুরি	মনোযোগ দেওয়া
৫। আত্মার জীর্ণদেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করাকে বলে	যায়।
	নবজন্ম।
৬। অর্জিত পুণ্য শেষ হলে জীবকে	পুনর্জন্ম লাভ
৭। জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তি পেয়ে জীব পরম ব্রহ্মে	করতে হয়।
	জন্মান্তর।
	অশেষ ৰমতাধর।

উত্তর :

১। হিন্দুধর্মের আরেক নাম **সনাতন ধর্ম।**

২। বৈদিক দেব-দেবীরা ছিলেন **নিরাকার।**

৩। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি **পৌরাণিক দেবতা।**

৪। নিত্যকর্মের ফলে যে-কোনো কাজে পুরোপুরি **মনোযোগ দেওয়া যায়।**

৫। আত্মার জীর্ণদেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করাকে বলে **জন্মান্তর।**

৬। অর্জিত পুণ্য শেষ হলে জীবকে **পুনর্জন্ম লাভ করতে হয়।**

৭। জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তি পেয়ে জীব পরম ব্রহ্মে **লীন হয়।**

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। **'স'-এর স্থলে 'হ' উচ্চারণ করতেন কারা?**

✓ক. পারসিকরা খ. গ্রিকরা

গ. আফগানরা ঘ. তুর্কিরা

২। **আত্মারূপে সকল জীবের মধ্যে কে বিরাজমান?**

ক. দেবতা খ. জীবন

✓গ. ব্রহ্ম ঘ. দেবী

৩। **বৈদিক যুগে প্রধান ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্ম কী ছিল?**

ক. নামকীর্তন ✓খ. যাগ-যজ্ঞ

গ. পূজা-পার্বণ ঘ. জীবসেবা

৪। **রাত্রিকৃত্যে কী বলে ঘুমাতে যেতে হয়?**

ক. জগদীশ্বর খ. নারায়ণ

গ. বিষ্ণু ✓ঘ. পদ্মনাভ

৫। **আত্মার নতুন দেহ ধারণ করাকে কী বলে?**

✓ক. জন্মান্তর খ. নবজন্ম

গ. ইহজন্ম ঘ. পরজন্ম

৬। **ইন্দ্রের রাজধানীর নাম কী?**

ক. দেবলোক ✓খ. সুরলোক

গ. অমরাবতী ঘ. অমরলোক

৭। **হিন্দুধর্মের মূল লক্ষ্য কী?**

ক. ভোগ খ. ত্যাগ

গ. স্বর্গলাভ ✓ঘ. মোৰলাভ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। সনাতন শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : সনাতন শব্দের অর্থ চিরন্তন, চিরস্থায়ী, নিত্য। যা ছিল, আছে ও থাকবে তাই সনাতন।

২। চারজন বৈদিক দেবতার নাম লেখ।

উত্তর: চারজন বৈদিক দেবতা হলো – ইন্দ্র, বরুণ, যম, মিত্র।

৩। নিত্যকর্ম কয়প্রকার ও কী কী?

উত্তর : নিত্যকর্ম ছয় প্রকার। প্রকারগুলো হলো– প্রাতঃ কৃত্য, পূর্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্নকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য ও রাত্রিকৃত্য।

৪। জন্মান্তর কাকে বলে?

উত্তর : আত্মার জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করাকেই জন্মান্তর বলে।

৫। ভালো কাজ কী? তার ফলে কী হয়?

উত্তর : জীবে দয়া করা, পরনিন্দা না করা, পরচর্চা না করা, পরের উপকার করা, মিথ্যা না বলা ইত্যাদি হচ্ছে ভালো কাজ।

ভালো কাজের ফলে পুণ্য হয়।

৬। মোক্ষ কাকে বলে?

উত্তর : 'মোৰ' শব্দের অর্থ মুক্তি। জন্মান্তর বা পুনর্জন্মের আবর্ত থেকে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মার মিলনই হলো মোৰ।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। হিন্দুধর্মের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : হিন্দুধর্মের প্রাচীন নাম সনাতন ধর্ম। 'সনাতন' শব্দের অর্থ চিরন্তন, চিরস্থায়ী, নিত্য। যা ছিল, আছে ও থাকবে– তা-ই সনাতন। কতিপয় চিরন্তন ভাবনা-চিন্তার উপর ভিত্তি করে এ ধর্মের উৎপত্তি। তাছাড়া হিন্দুধর্ম নির্দিষ্ট কোনো সময়ে একক কারো দ্বারা প্রবর্তিত নয়। একাধিক মুনি-ঋষির সমন্বিত চিন্তার ফল এটি। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এর আচার-আচরণগত অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে মৌলিক তত্ত্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বেদ হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি। এ কারণে হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্মও বলা হয়।

২। বেদের কয়টি কা-? এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : বেদ হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি। বেদের দুটি অংশ। প্রত্যেক অংশকে বলা হয় কা-। বেদ দুটি অংশে বা দুই কা- বিভক্ত– জ্ঞানকা- ও কর্মকা-। জ্ঞানকা-র বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান। ব্রহ্ম নিরাকার। আবার আত্মারূ পে তিনি সকল জীবের মধ্যে বিরাজমান। কর্মকা- আছে বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞের কথা। বৈদিক যুগে প্রধান ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্ম ছিল যাগ-যজ্ঞ।

৩। পৌরাণিক যুগের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বর্ণনা কর।

উত্তর : বৈদিক যুগের পরে আসে পৌরাণিক যুগ। এ সময় মানুষ যাগ-যজ্ঞের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে পূজা-পার্বণ করতে থাকে। তখন অনেক নতুন দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটে। যেমন– ব্রহ্মা, দুর্গা, কালী, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি। বিভিন্ন পুরাণে এদের বর্ণনা আছে। সেই অনুযায়ী এদের মূর্তি তৈরি করে পূজা করা হয়। পূজার মধ্য দিয়ে এদের কাছে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ইত্যাদি কামনা করা হয়।

৪। নিত্যকর্ম কী? যে-কোনো তিনটি নিত্যকর্মের বর্ণনা দাও।

উত্তর : নিত্যকর্ম ধর্মচর্চার একটি অঙ্গ। এজন্য প্রতিদিন নিয়ম মেনে কিছু কর্ম করতে হয়। তাকেই বলে নিত্যকর্ম। নিত্যকর্ম ছয় প্রকার, যথা : প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাহ্নকৃত, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্নকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য ও রাত্রিকৃত্য।

তিনটি নিত্যকর্মের বর্ণনা :

প্রাতঃকৃত্য : সূর্যোদয়ের কিছু আগে ঘুম থেকে উঠতে হয়। তারপর বিছানায় বসে পূর্ব বা উত্তরমুখী হয়ে ঈশ্বর বা দেব-দেবীকে স্মরণ করে মন্ত্র পাঠ করতে হয়।

পূর্বাহ্নকৃত্য : প্রাতঃকৃত্যের পরে এবং মধ্যাহ্ন বা দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে-সকল কাজ করা হয় তা-ই পূর্বাহ্নকৃত্য। এ সময় প্রার্থনা ও পূজা করে দিনের অন্যান্য কাজ-কর্ম করতে হয়।

মধ্যাহ্নকৃত্য : দুপুরের কাজ খাওয়া ও বিশ্রাম। এটাই মধ্যাহ্নকৃত্য।

৫। জন্মান্তর কাকে বলে? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : হিন্দুধর্মমতে আত্মা অমর। মানুষের দেহের মৃত্যু ঘটে কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই। দেহের মৃত্যু ঘটলে আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে। একেই জন্মান্তর বলে।

জন্মান্তরের সঙ্গে কর্মফলের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। খারাপ কর্ম করলে খারাপ ফল। ভালো কর্ম করলে ভালো ফল। কর্ম অনুযায়ী জীবের পরবর্তী জন্ম হবে। খারাপ কর্মে খারাপ জন্ম, ভালো কর্মে ভালো জন্ম। আবার এ জন্মের ফল আগামী জন্মে তাকে ভোগও করতে হবে। এভাবে পাপ থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবাত্মা পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করে।

৬। পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরক বলতে কী বোঝ?

উত্তর : পাপ-পুণ্য : পাপ হচ্ছে খারাপ কাজের ফল। জীবহত্যা, পরনিন্দা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি হলো খারাপ কাজ। অপরদিকে পুণ্য হচ্ছে ভালো কাজের ফল। পরনিন্দা না করা, পরচর্চা না করা, মিথ্যা কথা না বলা ইত্যাদি হচ্ছে ভালো কাজ।

স্বর্গ-নরক : স্বর্গ দেবতাদের বাসস্থান। সেখানে অনন্ত সুখ। যারা পুণ্যের কাজ করবেন তারা স্বর্গে যাবেন। অপরদিকে নরক ভীষণ কষ্টের জায়গা। মৃত্যুর পর পাপীরা নরকে যায়।

৭। মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

উত্তর : মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য :

যাঁরা মোক্ষলাভ করতে চান, তাঁরা কখনো অপরের ক্ষতি করেন না। তাঁরা কাউকে হিংসা করেন না। কারো বিরুদ্ধে তাঁদের কোনো বিদ্বেষ থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁরা সবাইকে ভালোবাসেন। নিজের ক্ষতি হলেও অপরের উপকার করেন। সবাইকে আপনার মনে করেন। তাঁদের কোনো লোভ-মোহ থাকে না।

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

ভূমিকা

১. হিন্দু শব্দের উৎপত্তি কাদের দ্বারা? ঘ

ক ভারতীয়দের খ আর্যদের
গ পাকিস্তানিদের ঘ ইরানিদের

২. হিন্দুধর্মের আরেক নাম – খ

ক মানব ধর্ম খ সনাতন ধর্ম
গ বৈষ্ণব ধর্ম ঘ লৌকিক ধর্ম

৩. হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি কী? খ

ক মোক্ষলাভ খ বেদ
গ ব্রহ্ম ঘ ভারত

৪. হিন্দুধর্মের প্রাচীন নাম– ক

ক সনাতন খ বাস্তব
গ নিত্য ঘ প্রাচীন

৫. হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের কী নামে ডাকা হয়? খ

ক সিন্ধু খ হিন্দু
গ ব্রহ্ম ঘ দেবী

৬. বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগ কোনটি? গ

ক ত্রেতা যুগ খ দ্বাপর যুগ
গ পৌরাণিক যুগ ঘ সত্য যুগ

নিত্যকর্ম

৭. নিত্যকর্ম কয় প্রকার? গ

ক ২ খ ৪
গ ৬ ঘ ৭

৮. সায়াহ্ন মানে কী? ঘ

ক রাত খ ভোর
গ দুপুর ঘ সন্ধ্যা

৯. নিত্যকর্মের ফলে কী হয়? খ

ক ধর্মীয় জ্ঞান লাভ হয়
খ শরীর ও মন সুস্থ থাকে
গ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়
ঘ স্বর্গ লাভ করা যায়

১০. নিত্যকর্মের কোন কৃত্যে বিশ্রাম নেওয়া উচিত? ক

ক মধ্যাহ্নকৃত্য খ সায়াহ্নকৃত্য
গ পূর্বাহ্নকৃত্য ঘ রাত্রিকৃত্য

১১. নিত্যকর্মের ফলে আমরা কী শিখতে পারি? গ

ক ব্যায়াম খ উপাসনা
গ নিয়মানুবর্তিতা ঘ মন্ত্র

জন্মান্তর ও কর্মফল

১২. কোনটি হিন্দুধর্মের প্রধান আদর্শ? (ক)

(ক) জগতের কল্যাণ (খ) মোৰলাভ
(গ) বেদ (ঘ) পূজা-পার্বণ

১৩. সকাম কর্মের ফলে কী হয়? (ক)

(ক) পুনর্জন্ম (খ) মোৰলাভ
(গ) আত্মার মৃত্যু (ঘ) জগতের কল্যাণ

মোক্ষ ও জগতের কল্যাণ [পৃষ্ঠা—৩৫]

১৪. 'মোক্ষ' শব্দের অর্থ কী? (খ)

(ক) মোহ (খ) মুক্তি
(গ) কল্যাণ (ঘ) পরমাত্মা

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

১৫. রতন তার প্রিয় কলমটি বন্ধুকে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। কিন্তু পরবর্তীতে সে সেটি দিল না। এতে কী প্রকাশ পায়? (খ)

(ক) বন্ধুকে কষ্ট দিল (খ) বিশ্বাস ভঙ্গ করল
(গ) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল (ঘ) বন্ধুকে ধোকা দিল

১৬. তুমি শরীর ভালো রাখার জন্য সায়াহ্নের পূর্ব পর্যন্ত খেলাধুলা, ব্যায়াম করে থাক। এ সময়টাকে বলে— (গ)

(ক) প্রাতঃকৃত্য (খ) পূর্বাহ্নকৃত
(গ) অপরাহ্নকৃত্য (ঘ) সায়াহ্নকৃত

১৭. সন্ধ্যার পর রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তোমার কাজকে কী বলা হবে? (খ)

(ক) সন্ধ্যাকৃত্য (খ) রাত্রিকৃত্য
(গ) প্রাতঃকৃত্য (ঘ) পদ্মনাভ

১৮. তুমি রাতে আহারের পর ভগবানের কোন নাম বলে ঘুমাতে যাও? (ঘ)

(ক) গণেশ (খ) সরস্বতী
(গ) কার্তিক (ঘ) পদ্মনাভ

১৯. তোমার বাবা জীবে দয়া করে, অন্যের উপকার করে, মিথ্যা বলে না। মৃত্যুর পর তিনি কোথায় যাবেন? (ক)

(ক) স্বর্গে (খ) নরকে
(গ) মজ্ঞালে (ঘ) তীর্থে

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. হিন্দু শব্দের উৎপত্তি কাদের দ্বারা?

উত্তর : হিন্দু শব্দের উৎপত্তি পারসিকদের দ্বারা।

২. ভারতবর্ষের অন্য নাম কী?

উত্তর : ভারতবর্ষের অন্য নাম হিন্দুস্তান।

৩. যাগ-যজ্ঞের কথা কোথায় আছে?

উত্তর : যাগ-যজ্ঞের কথা আছে বেদের কর্মকা- ।

৪. হিন্দুধর্মমতে ঘুমানোর পূর্বে কী বলতে হয়?

উত্তর : ঘুমানোর পূর্বে ভগবানের এক নাম 'পদ্মনাভ' বলতে হয়।

৫. পাঁচজন পৌরাণিক দেবতার নাম লেখ।

উত্তর : পাঁচজন পৌরাণিক দেবতা হলেন ব্রহ্মা, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, গণেশ।

■ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

১. হিন্দুধর্মমতে আত্মা কী? 'আত্মা অমর'– কথাটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : হিন্দুধর্মমতে, আত্মা হলো সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম এর একটি রূ প। তিনি আত্মা হিসেবে সকল জীবের মধ্যে বিরাজমান।

হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে আত্মা অমর। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে।" অর্থাৎ দেহের মৃত্যু আছে কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই। আত্মা অমর।

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

২. দাদার পরামর্শ অনুযায়ী নিত্যকর্ম শুরু করার ফলে তুমি যেসব উপকার পেয়েছ তা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : দাদার পরামর্শ অনুযায়ী নিত্যকর্ম শুরব করার ফলে আমি যেসব উপকার পেয়েছি তা হলো –

১. নিয়মানুবর্তিতা শিখেছি।
২. সময়ের কাজ সময়ে করতে পারি।
৩. শরীর মন ভালো থাকে।
৪. কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়া যায়।
৫. ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আসে।

৩. মোক্ষ শব্দের অর্থ কী? জীবনে মোক্ষ লাভের জন্য তোমার করণীয় সম্পর্কে ৪টি বাক্য লেখ।

উত্তর : মোৰ শব্দের অর্থ হলো মুক্তি। পরম ব্রহ্মের সাথে জীবাত্মার মিলনই হলো মুক্তি বা মোৰ।

জীবনে মোৰ লাভের জন্য আমার করণীয় সম্পর্কে নিচে ৪টি বাক্য লেখা হলো :

i) জীবনে কাউকে কষ্ট দিব না।
ii) ব্রহ্ম জ্ঞানে সবাইকে ভালোবাসব।
iii) নিজের ৰতি হলেও অন্যের উপকার করব।
iv) অন্যের উন্নতিতে আনন্দ লাভ করব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ধর্মগ্রন্থ

■ অনুশীলনীর প্রশ্ন ও সমাধান

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। বিভিন্ন মুনি-ঋষি —— বাণীসমূহ দর্শন করেছেন।

২। —— শুধু ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩। —— বেদভিত্তিক হিন্দুধর্ম ও সমাজের নানা কথা বলা হয়েছে।

৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের —— একটি অংশ।

৫। —— শুনে বনের পশুরাও হিংসা ভুলে গেল।

উত্তর : ১। বেদের ২। উপনিষদে ৩। পুরাণে ৪। ভীষ্মপর্বের ৫। হরিনাম

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। বেদের এক নাম	দেবী পুরাণে।
২। বৃহদারণ্যক একটি	কথা বলা হয়েছে।
৩। দুর্গার বর্ণনা আছে	আত্মার।
৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অমরত্বের	শ্রীহরির সাৰাৎ লাভ।
৫। ধ্রুববের একমাত্র লৰ্য ছিল	উপনিষদ।
	শ্রুতি।
	যোদ্ধার।

উত্তর :

১। বেদের এক নাম **শ্রুতি।**

২। বৃহদারণ্যক একটি **উপনিষদ।**

৩। দুর্গার বর্ণনা আছে **দেবী পুরাণে।**

৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অমরত্বের **কথা বলা হয়েছে।**

৫। ধ্রুববের একমাত্র লৰ্য ছিল **শ্রীহরির সাক্ষাৎ লাভ।**

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। **বেদ কয়খানা?**

ক. তিন ✓খ. চার

গ. পাঁচ ঘ. ছয়

২। **বেদের যে অংশে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাকে কী বলে?**

✓ক. ব্রাহ্মণ খ. উপনিষদ

গ. আরণ্যক ঘ. সংহিতা

৩। **ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাহাত্ম্য কোথায় প্রাধান্য পেয়েছে?**

ক. বেদে খ. রামায়ণে

✓গ. পুরাণে ঘ. মহাভারতে

৪। **ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মকে কী বলে?**

ক. সকাম কর্ম খ. সুকর্ম

গ. দুষ্কর্ম ✓ঘ. নিষ্কাম কর্ম

৫। **মায়ের কথায় ধ্রুব কার শরণ নিয়েছেন?**

✓ক. হরির খ. কৃষ্ণের

গ. রামের ঘ. শিবের

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। **বেদের এক নাম শ্রুতি হলো কেন?**

উত্তর : অতীতে শিষ্যরা গুরুর কাছ থেকে শুনে শুনে বেদ মনে রাখতেন তাই এর নাম হয়েছে শ্রুতি।

২। **আরণ্যক কী? দুটি আরণ্যকের নাম লেখ।**

উত্তর : যা অরণ্যে রচিত তাই আরণ্যকে। এর বিষয় ধর্ম-দর্শন। দুটি আরণ্যকের নাম হলো– ঐতরেয় আরণ্যক ও শতপথ আরণ্যক।

৩। **মূল পুরাণ কয়খানা? দুটি মূল পুরাণের নাম লেখ।**

উত্তর : মূল পুরাণ ১৮ খানা। দুটি মূল পুরাণ হলো– বিষ্ণুপুরাণ ও শিবপুরাণ।

৪। **গীতা কী?**

উত্তর : গীতা হলো ধর্মগ্রন্থ। এটি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশ।

৫। **উত্তানপাদের কয়জন স্ত্রী ছিলেন? তাদের নাম লেখ।**

উত্তর : উত্তানপাদের দুইজন স্ত্রী ছিলেন। তাদের নাম হলো– সুনীতি এবং সুরুচি।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। **চার বেদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।**

উত্তর : হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ বা বেদ সংহিতা। বেদ চারটি। যথা : ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা ও অথর্ববেদ সংহিতা।

ঋগ্বেদ সংহিতা– এতে রয়েছে দেবতাদের স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র। এগুলো পদ্যে রচিত এক ধরনের কবিতা।

যজুর্বেদ সংহিতা– এতে যে মন্ত্রগুলো রয়েছে সেগুলো যজ্ঞের সময় উচ্চারণ করা হয়।

সামবেদ সংহিতা– এর মন্ত্রগুলো গানের মতো। দেবতাদের উদ্দেশ্যে এগুলো সুর দিয়ে গাওয়া হয়।

অথববেদ সংহিতা– এতে চিকিৎসা বিজ্ঞান, বাস্তুবিদ্যা (গৃহ নির্মাণ) ইত্যাদিসহ জীবনের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২। ব্রাহ্মণ কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : বেদের যে অংশে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যজ্ঞে মন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাকে বলে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত। ঐতরেয়, কৌষীতকি, শতপথ প্রভৃতি উলেরখযোগ্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ।

৩। উপনিষদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : উপনিষদ হিন্দুধর্মের একটি ধর্মগ্রন্থ। এর আলোচ্য বিষয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মের আরেক নাম পরমাত্মা। তিনি নিরাকার। প্রত্যেক জীবের মধ্যে তিনি বর্তমান। তাকে বলে জীবাত্মা। এ অর্থে জীবও ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সবকিছুর মূলে। তাই উপনিষদে ব্রহ্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ঈশ, কেন, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উলেরখযোগ্য উপনিষদ।

৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশ। একে গীতাও বলা হয়। এতে ১৮টি অধ্যায় আছে। কুরুবেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে বিপৰের আত্মীয়স্বজনদের দেখে অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইলেন না। তখন ভগবান শীকৃষ্ণ অর্জুনকে অনেক উপদেশ দেন। সেটাই গীতা। মহাভারতের অংশ হলেও গুরবত্বের কারণে এটি পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে।

৫। ধ্রুব কীভাবে হরিকে পেল?

উত্তর : ধ্রবব মাকে খুব শ্রদ্ধা করতো। তাই মায়ের আদেশ অনুযায়ী সে হরিকে ডাকতে লাগল। একদিন সে সবার অলৰ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। পথে যাকে দেখে তাকেই হরির কথা জিজ্ঞেস করে। এভাবে হরিনাম করতে-করতে সে এক গভীর বনে ঢুকে পড়ল। ধ্রবব একমনে হরিকে ডেকেই চলেছে। তার একমাত্র লৰ্য শ্রীহরির সাৰাৎ লাভ করা। বালক ধ্রবের এই একাগ্রতা দেখে শ্রীহরির মন গলে গেল। তিনি ধ্রবের কাছে এসে দেখা দিলেন।

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

১. হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোনটি? খ

ক মহাভারত খ বেদসংহিতা
গ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ঘ উপনিষদ

২. বেদ কার বাণী? ক

ক ঈশ্বরের খ দেবতার
গ ব্রাহ্মণের ঘ মুনি-ঋষির

৩. বেদের মন্ত্রগুলোকে চার ভাগে ভাগ করেন কে? গ

ক রামদেব খ শ্যামদেব
গ ব্যাসদেব ঘ শাক্যমুনি

৪. বেদের কোন অংশ যজ্ঞের সময় উচ্চারণ করা হয়? ঘ

ক ঋগ্বেদ খ অথর্ববেদ
গ সামবেদ ঘ যজুর্বেদ

৫. পুরাণ শব্দের অর্থ কোনটি? ক

ক প্রাচীন খ ধর্মগ্রন্থ
গ দেবতার উপাখ্যান
ঘ রাজা ও ঋষিদের বংশ পরিচয়

৬. ফলের আশা না করে কর্ম করাকে কী বলে? ঘ

ক সকাম কর্ম খ ফলপ্রসূ কর্ম
গ ফলহীন কর্ম ঘ নিষ্কাম কর্ম

৭. হরিভক্ত ধ্রুবের উপাখ্যানটি কোন গ্রন্থের? ঘ

ক গীতা খ উপনিষদ

(গ) মহাভারত (ঘ) পুরাণ

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

৮. ধ্রুব উপাখ্যান থেকে তুমি কোন শিক্ষা পাবে? ক

(ক) পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করার

(খ) বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করার

(গ) শিক্ষককে সালাম দিবার

(ঘ) বড়দের সম্মান করার

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. ধর্মগ্রন্থে কার কথা থাকে?

উত্তর : ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের কথা থাকে।

২. 'বেদ' এর নাম কেন বেদসংহিতা রাখা হয়েছে?

উত্তর : বিভিন্ন মুনি-ঋষি বেদ এর বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করে সংহত করেছেন। তাই এর নাম রাখা হয়েছে বেদসংহিতা।

৩. দেবীপুরাণে কোন দেবীর বর্ণনা আছে?

উত্তর : দেবীপুরাণে দেবী দুর্গার বর্ণনা আছে।

৪. হিন্দুধর্মে 'পুরাণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : হিন্দুধর্মে পুরাণ বলতে ঐ ধর্মগ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে যেখানে সৃষ্টি ও দেবতার উপাখ্যান, ঋষি ও রাজাদের বংশ-পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

■ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

১. ধর্মগ্রন্থে গীতার পুরো নাম কী? এই গ্রন্থে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে?

উত্তর : গীতার পুরো নাম শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। গীতা হচ্ছে সব শাস্ত্রের সার। এতে যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হলো :

–দুর্বলতা পরিহার;

–ঈশ্বরের নামে সকল কর্ম করা;

–নিষ্কাম কর্ম করা;

–অন্যায়ের বিরবদ্ধে লড়াই করা;

–শ্রদ্ধাবান ও সংযমী হওয়া।

২. বেদ কার বাণী? বেদ কয়টি ও কী কী? ঋগ্বেদ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

উত্তর : বেদ ঈশ্বর বা ভগবানের বাণী।

বেদ চারটি। যেমন– ১. ঋগ্বেদ সংহিতা, ২. যর্জুবেদ সংহিতা, ৩. সামবেদ সংহিতা ও ৪. অর্থববেদ সংহিতা।

ঋগ্বেদ সংহিতা : ঋগ্বেদ সংহিতায় রয়েছে দেবতাদের স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র। এগুলো পদ্যে রচিত এক ধরনের কবিতা।

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

৩. বিমল এমন একটি ধর্মগ্রন্থ চর্চা করে যার বাণীসমূহ বিভিন্ন মুনি-ঋষিগণ দর্শন করেছেন। বর্ণিত ধর্মগ্রন্থের নাম কী? তুমি কেন গ্রন্থটি চর্চা করবে? দৈনন্দিন জীবনে উক্ত গ্রন্থের তিনটি প্রায়োগিক দিক উল্লেখ কর।

উত্তর : বর্ণিত ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। জীবনের সার্বিক মঙ্গলের জন্য আমি বেদ পাঠ করব।

দৈনন্দিন জীবনে বেদের তিনটি প্রায়োগিক দিক :

i. আমরা প্রার্থনার সময় ঋগ্বেদ সংহিতার বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করি।

ii. আমরা প্রত্যহ সামবেদ সংহিতার মন্ত্রগুলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে সুর দিয়ে গাই।

iii. অথর্ববেদ সংহিতার মন্ত্রসমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞান, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োগ করে থাকি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মহাপুরুষ ও মহিয়সী নারী

■ অনুশীলনীর প্রশ্ন ও সমাধান

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। যাঁরা আজীবন জগতের উপকার করে যান, তাঁরাই হলেন ——— ও মহীয়সী নারী।

২। মাদারীপুর ছিল ——— একটি বিখ্যাত কেন্দ্র।

৩। স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম ———।

৪। মার্গারেটকে শান্তি দেয় ——— ধর্মমত।

৫। রবীন্দ্রনাথ মার্গারেটের নাম দিয়েছিলেন ———।

উত্তর : ১। মহাপুরবষ ২। বিপরবীদের ৩। ভারত সেবাশ্রম ৪। বেদান্তের ৫। লোকমাতা

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১।মহাপুরবষ ও মহীয়সী নারীদের	সংযমী ও পরিশ্রমী।
২।বিনোদ ছিলেন খুবই	একমাত্র লৰ্য জগতের কল্যাণ।
৩।স্বামী প্রণবানন্দ	একজন ধর্মপ্রচারক।
৪।মার্গারেটের পিতা স্যামুয়েল ছিলেন	অস্পৃশ্যতাকে ঘৃণা করতেন।
৫।ভগিনী নিবেদিতা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য	জীবনী সুন্দর।
	সাহসী ও শক্তিমান।
	দার্জিলিং যান।

উত্তর :

১। মহাপুরবষ ও মহীয়সী নারীদের **জীবনী সুন্দর।**

২। বিনোদ ছিলেন খুবই **সংযমী ও পরিশ্রমী।**

৩। স্বামী প্রণবানন্দ **অস্পৃশ্যতাকে ঘৃণা করতেন।**

৪। মার্গারেটের পিতা স্যামুয়েল ছিলেন **একজন ধর্মপ্রচারক।**

৫। ভগিনী নিবেদিতা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য **দার্জিলিং যান।**

গ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। **স্বামী প্রণবানন্দের প্রকৃত নাম কী?**

✓ক. বিনোদ খ. আনন্দ

গ. সদানন্দ ঘ. বিবেকানন্দ

২। **বিনোদের সেবাকাজে খুশি হয়ে কে প্রশংসা করেছিলেন?**

ক. আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

খ. বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

✓গ. আচার্য প্রফুলর চন্দ্র রায়

ঘ. কবিগুরব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। **ভগিনী নিবেদিতার জন্মস্থান কোথায়?**

ক. স্কটল্যান্ডে ✓খ. আয়ারল্যান্ডে

গ. লন্ডনে ঘ. সুইজারল্যান্ডে

৪। **বিবেকানন্দ কত খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনে আসেন?**

✓ক. ১৮৯৩ খ. ১৮৯৪

গ. ১৮৯৫ ঘ. ১৮৯৬

৫। **নিবেদিতার মৃত্যু হয় কোথায়?**

ক. কোলকাতায় খ. বেলুড়ে

গ. দৰিণেশ্বরে ✓ঘ. দার্জিলিং-এ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। **বিনোদের পিতা বিষ্ণুচরণ ভূঁইয়া কী করতেন?**

উত্তর : বিনোদের পিতা বিষ্ণুচরণ ভূঁইয়া রাজা সূর্যকান্ত রায়ের অধীনে বাজিতপুর জমিদারির নায়েবের পদে চাকরি করতেন।

২। **বিনোদ কেমন ছিলেন? তিনি বন্ধুদের নিয়ে কী করেছিলেন?**

উত্তর : বিনোদ সংযমী ও পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি বন্ধুদের নিয়ে আশ্রম গড়েছিলেন।

৩। **বিনোদের নাম 'স্বামী প্রণবানন্দ' হয় কখন এবং কীভাবে?**

উত্তর : বিনোদ ১৯২৪ খিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরি মহারাজের নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীৰা নেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় স্বামী প্রণবানন্দ।

৪। **আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিনোদের প্রশংসা করেছিলেন কেন?**

উত্তর : ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বিনোদ দুর্ভিৰ আক্রান্ত সুন্দরবন অঞ্চলে পাঁচশত কর্মী নিয়ে দুর্ভিৰপীড়িতদের মধ্যে খাবার বিতরণ করেন। তাঁর একাজে খুশি হয়ে আচার্য প্রফুলৱ চন্দ্র রায় তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেন।

৫। চার্চের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মার্গারেটের বিরোধ বাধে কেন?

উত্তর : চার্চের একটি নিয়ম নিয়ে মার্গারেটের সাথে চার্চের বিরোধ হয়। নিয়মটি হলো– 'যারা চার্চে এসে উপাসনা করবে, কেবল তারাই চার্চের সাহায্য পাবে।' মার্গারেট এটা মানতে পারেননি। তাঁর মতে দুঃস্থ, নিপীড়িত সবাই চার্চের সুযোগ-সুবিধা পাবে। কিন্তু কর্তৃপৰ তা মানেননি।

৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। বিনোদকে কেন ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করেছিল?

উত্তর : মাদারীপুর ছিল স্বদেশী আন্দোলনের বিপৱবীদের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। বিপৱবী পূর্ণদাস ছিলেন এ অঞ্চলের নেতা। তিনি বিনোদের সংগঠনশক্তির কথা শুনে তাঁর সঙ্গে সাৰাৎ করতে আসেন। বিনোদও এগিয়ে আসেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য। ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা থেকে বিপৱবীমন্ত্রে দীৰিত ছেলেরা আসতে থাকে বিনোদের আশ্রমে। ক্রমে ব্যাপারটি চারদিকে প্রচারিত হয়ে যায়। তাই ব্রিটিশ পুলিশ একদিন বিনোদকে গ্রেফতার করে।

২। তীর্থস্থানে পা-াদের অত্যাচার বন্ধে বিনোদ কী করেছিলেন?

উত্তর : তীর্থস্থানে পা-াদের অত্যাচার বন্ধে বিনোদ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষে 'ভারত সেবাশ্রম' নামে খ্যাতি লাভ করে। এর মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান করতে থাকেন। তীর্থযাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে তাঁদের ক্রিয়াকর্ম করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করেন।

৩। বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের সাক্ষাৎ হয় কখন এবং কীভাবে?

উত্তর : ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ লন্ডন আসেন হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। তাঁর বক্তৃতা শুনতে অনেক দার্শনিক ও ধর্মানুরাগী ছুটে আসেন তাঁর কাছে। একদিন মার্গারেটও এলেন তাঁর বক্তৃতা শুনতে। এভাবেই ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের সাৰাৎ হয়।

৪। নারীশিক্ষার জন্য নিবেদিতা কী করেছিলেন?

উত্তর : নারী শিৰার জন্য গুরুর নির্দেশে তিনি কোলকাতার বাগবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর শিৰা-পদ্ধতি ছিল চিত্তাকর্ষক। তিনি গল্পের ছলে ছাত্রীদের শিৰা দিতেন। রামায়ণ-মহাভারত থেকে সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী প্রভৃতি মহীয়সী নারীদের জীবনী খুব যত্নসহকারে তাদের শেখাতেন।

৫। ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিতা কী করেছিলেন?

উত্তর : ভারতকে ভগিনী নিবেদিতা 'ধাত্রী দেবতা' রূ পে গ্রহণ করেছিলেন। তাই পরাধীন ভারতের দুঃখ, দারিদ্র্য, অশিৰা, কুসংস্কার দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। তিনি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের কথা ভাবতে থাকেন। তখন ভারতের মুক্তির জন্য যাঁরা সংগ্রাম করতেন, তিনি তাঁদের উৎসাহ দিতেন এবং সাহায্য করতেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসে তিনি বিলেতি দ্রব্য বর্জনের জোরালো আহ্বান জানান।

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্বামী প্রণবানন্দ

১. বিনোদ কোন দেবতার ভক্ত ছিলেন? গ

ক বিষ্ণু খ ব্রহ্মা
গ শিব ঘ কৃষ্ণ

২. বিনোদ ছোটবেলা থেকেই কী সাধনার অভ্যাস করেন? ক

ক ওঙ্কার খ হুংকার গ কঙ্কম ঘ ডংকার

৩. মাদারীপুর অঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ছিলেন কে? খ

ক বিপৱবী বীপ্রদাস খ বিপৱবী পূর্ণদাস
গ বিপৱবী স্বামী প্রণবানন্দ ঘ বিপৱবী হরিপাল

৪. সুন্দরবন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয় কত খ্রিস্টাব্দে? ক

ক ১৯২১ খ ১৯২২
গ ১৯২৩ ঘ ১৯২৪

৫. বিনোদ সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেন কত খ্রিস্টাব্দে? খ

ক ১৯২৩ খ ১৯২৪
গ ১৯২৫ ঘ ১৯২৬

৬. প্রণবানন্দ কিভাবে মানুষের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়ে তোলার কথা বলতেন? গ

ক) ধর্মের মাধ্যমে খ) পবিত্রতার মাধ্যমে
গ) শিবার মাধ্যমে ঘ) সেবাশ্রমের মাধ্যমে

ভগিনী নিবেদিতা

৭. ভগিনী নিবেদিতা কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? খ
ক) ১৮৬৫ খ) ১৮৬৭
গ) ১৮৬৬ ঘ) ১৮৬৮

৮. ভগিনী নিবেদিতা শিক্ষার্থীদের কীভাবে শিক্ষা দিতেন? গ
ক) শাসনের মাধ্যমে খ) স্নেহের মাধ্যমে
গ) চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে ঘ) জোরপূর্বক

৯. ভগিনী নিবেদিতা কত খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে চলে আসেন? খ
ক) ১৮৯৬ খ) ১৮৯৭
গ) ১৮৯৮ ঘ) ১৮৯৯

১০. কে মার্গারেটের নাম দেন নিবেদিতা? গ
ক) স্বামী প্রণবানন্দ খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) স্বামী বিবেকানন্দ ঘ) স্বামী গোবিন্দানন্দ

১১. ভগিনী নিবেদিতা আগে কী নামে পরিচিত ছিলেন? গ
ক) মাদার তেরেসা খ) কৃত্তিকা
গ) মার্গারেট ঘ) হেনরিটা খেসা

১২. নিচের কোন বইটি মার্গারেটের লেখা? ক
ক) কালী খ) ইন্ডিয়াস রিলিজিয়ন
গ) দ্য স্পিরিট ঘ) দ্য হিন্দুস

১৩. স্বামী প্রণবানন্দ কত খ্রিষ্টাব্দে মারা যান? গ
ক) ১৯৪০ খ) ১৯৪২
গ) ১৯৪১ ঘ) ১৯৪৩

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনফল: মহৎ ব্যক্তিদের গুণাবলি অনুসরণ করতে পারব।

১৪. তুমি ভগিনী নিবেদিতার আদর্শ অনুসরণ করতে চাও। এক্ষেত্রে তোমার করণীয়– ঘ
ক) নিজের প্রতি যত্নশীল হওয়া
খ) ধর্মীয় বক্তৃতা চর্চা করা
গ) দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা
ঘ) জনসেবায় আত্মনিয়োগ করা

১৫. ক এবং খ এলাকার মধ্যে সহযোগিতার ভাব গড়ে তুলতে হবে। এজন্য স্বামী প্রণবানন্দের কোন নির্দেশ পালনযোগ্য? গ
ক) নৈতিক চর্চা করা
খ) আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়ে তোলা
গ) মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা করা
ঘ) সনাতন আদর্শ লালন করা

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. **প্রণবানন্দ প্রথম ও প্রধান কাজ কী হবে বলে ঠিক করেছিলেন।**
উত্তর : হিন্দুদের তীর্থসমূহ সংস্কার করা তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ হবে বলে প্রণবানন্দ ঠিক করেছিলেন।

২. **ভগিনী নিবেদিতার লেখা ৩টি বইয়ের নাম লেখ।**
উত্তর : ভগিনী নিবেদিতার লেখা ৩টি বই হলো– 'কালী', 'দ্যা মাদার', 'দ্যা মাস্টার অ্যাজ আই স হিম'।

৩. **ভগিনী নিবেদিতা কত খ্রিস্টাব্দে বিলেতি দ্রব্য বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন?**
উত্তর : ভগিনী নিবেদিতা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বিলেতি দ্রব্য বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন।

৪. **ভগিনী নিবেদিতার পূর্ব নাম কী ছিল?**
উত্তর : ভগিনী নিবেদিতার পূর্ব নাম ছিল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল।

■ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

১. **স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের নাম কী? ভক্তদের মাঝে প্রচারিত তাঁর ৪টি দর্শন উল্লেখ কর।**

উত্তর : স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের নাম ভারত সেবাশ্রম।

ভক্তদের মাঝে প্রচারিত স্বামী প্রণবানন্দের ৪টি শিৰা :

i. শিৰার মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়ে তোলা।

ii. সকলের মাঝে সহযোগিতার ভাব গড়ে তোলা।

iii. সনাতন আদর্শে সংগঠিত হওয়া।

iv. আহারে, বিহারে ও আলাপ সংযম করা।

২. নারীশিক্ষার জন্য নিবেদিতা কী করেছিলেন? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : নিবেদিতা নারীশিৰা বিস্তারের জন্য কলকাতার বাগবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।তিনি রামায়ণ মহাভারত থেকে মহীয়সী নারীদের জীবনী খুব যত্নসহকারে তাদের শেখাতেন। নারীরা যাতে মহীয়সী নারীদের কার্যক্রম থেকে শিৰা অর্জন করে বাস্তবজীবনে প্রতিফলন ঘটাতে পারে। এভাবে ভগিনী নিবেদিতা অশিৰা ও কুসংস্কার থেকে ভারতকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

➲ **যোগ্যতাভিত্তিক**

৩. ক্লাসে শিক্ষক ভগিনী নিবেদিতার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তাঁর প্রকৃত নাম কী? তিনি কেন ভারতে চলে আসেন? তার শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ৩টি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ভগিনী নিবেদিতার প্রকৃত নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল।

তিনি বেদান্তের ধর্মমত চর্চার উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন।

তার শিৰা পদ্ধতি হলো –

(i) শিৰা পদ্ধতি ছিল চিত্তাকর্ষক।

(ii) গল্পের ছলে শিৰা দিতেন।

(iii) রামায়ণ মহাভারত থেকে সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী প্রভৃতি মহীয়সী নারীদের জীবনী যত্নসহকারে শেখাতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ঈশ্বরের একত্ব, ধর্মীয় সাম্য ও সম্প্রীতি

■ অনুশীলনীর প্রশ্ন ও সমাধান

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। সকল মানুষের মধ্যে রয়েছে ———।

২। মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা উপাসনালয়কে বলেন ———।

৩। ধর্মীয় সাম্য আমাদের ——— করে।

৪। মানুষে-মানুষে কোনো ——— করা উচিত নয়।

৫। 'সবার উপরে ——— সত্য, তাহার উপরে নাই।'

উত্তর : ১. মনুষ্যত্ব **২.** মসজিদ **৩.** মমত্ববোধ জাগ্রত **৪.** পার্থক্য **৫.** মানুষ

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ধর্মে-ধর্মে একটি পার্থক্য রয়েছে	গড।
২। খ্রিস্টানেরা ঈশ্বরকে বলেন	অদ্বিতীয়।
৩। ঈশ্বর এক এবং	উপাসনা পদ্ধতিতে।
৪। ধর্মে-ধর্মে মত ও পথের বিভিন্নতা থাকলেও	ভালোবাসা প্রদর্শন করব।
৫। সকল মানুষের প্রতি	দল বেঁধে চলব।
	ঈশ্বর কিন্তু এক।

উত্তর :

১। ধর্মে-ধর্মে একটি পার্থক্য রয়েছে **উপাসনা পদ্ধতিতে।**

২। খ্রিস্টানেরা ঈশ্বরকে বলেন **গড।**

৩। ঈশ্বর এক এবং **অদ্বিতীয়।**

৪। ধর্মে-ধর্মে মত ও পথের বিভিন্নতা থাকলেও **ঈশ্বর কিন্তু এক।**

৫। সকল মানুষের প্রতি **ভালোবাসা প্রদর্শন করব।**

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। মানুষে-মানুষে মিলের একটি সূত্র হলো–

ক. টাকা-পয়সা খ. জনবল
✓গ. মনুষ্যত্ব ঘ. রাজত্ব

২। কার আরেকটি নাম পার্থ?

ক. ভীমের ✓খ. অর্জুনের
গ. নকুলের ঘ. সহদেবের

৩। পার্থকে কে উপদেশ দিয়েছিলেন?

ক. যুধিষ্ঠির খ. দুর্যোধন
✓গ. শ্রীকৃষ্ণ ঘ. বলরাম

৪। সাধনার পথ–

ক. একটি খ. দুটি
গ. পাঁচটি ✓ঘ. বহু

৫। 'যত মত, তত পথ'– কথাটি কে বলেছেন?

ক. বিবেকানন্দ ✓খ. রামকৃষ্ণ
গ. সারদা দেবী ঘ. রানি রাসমণি

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। পৃথিবীতে প্রচলিত চারটি প্রধান ধর্মের নাম কী?

উত্তর : পৃথিবীতে প্রচলিত চারটি প্রধান ধর্মের নাম হলো– হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্ট ও ইসলাম।

২। যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেভাবেই সন্তুষ্ট করি– এ কথাটি কে এবং কাকে বলেছিলেন?

উত্তর: প্রশ্নে উলিরখিত কথাটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে (অর্জুন) বলেছিলেন।

৩। ধর্মীয় সাম্য রক্ষা করে চললে কী প্রতিষ্ঠিত হবে?

উত্তর : ধর্মীয় সাম্য রৰা করে চললে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪। মানুষ মানুষকে কীসের দৃষ্টিতে দেখবে?

উত্তর : মানুষ মানুষকে সমতার দৃষ্টিতে দেখবে।

৫। বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা ঈশ্বরকে কী কী নামে ডাকে?

উত্তর : বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডেকে থাকে। যেমন– হিন্দুরা বলে ঈশ্বর, খ্রিষ্টানরা বলে গড, মুসলমানরা বলে আলরাহ।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। সকল ধর্মের মূল কথা কী?

উত্তর : পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম আছে। এসব ধর্মের মত ও পথের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য রয়েছে উপাসনার পদ্ধতিতেও।

ধর্মমত ও উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সকল ধর্মই এক ঈশ্বরের আরাধনা করে। সকল ধর্মের মূল উদ্দেশ্য একটাই। তা হলো নিজের মুক্তি এবং জীব ও জগতের মঙ্গল।

২। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ্ম। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥'–ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে (অর্জুন) বলেছেন– "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ্ম। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥" -এর অর্থ হলো যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি সেভাবেই তাকে সন্তুষ্ট করি। হে পার্থ (অর্জুন), মানুষ সকল প্রকারে আমার পথই অনুসরণ করে। অর্থাৎ আমরা যে ধর্মই অনুসরণ করি না কেন আমাদের সকলের গন্তব্য এক ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

৩। আমরা অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে কেমন আচরণ করব?

উত্তর : আমরা অন্য ধর্মের লোকদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করব। কে কোন ধর্মের, কোন জাতির, কোন বর্ণের তা বিচার করব না। আপদে-বিপদে, আনন্দ-উৎসবে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতিপূর্ণ আচরণ করব। সকল ধর্মের মানুষকে আপন বলে ভাবব।

৪। ধর্মীয় সাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তর : কবি বড়ু চণ্ডীদাস বলেছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" সকল ধর্মের মানুষ একে অপরের ভাই। আর হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে সকল জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করে। তাই আমরা ধর্মীয় সাম্য রক্ষা করে চলব। এতে আমরা সকলেই শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারব। ফলে মানুষে মানুষে জেগে উঠবে মমত্ববোধ।

৫। 'সাধনার পথ বহু, কিন্তু ঈশ্বর এক।'– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : হিন্দুরা সৃষ্টিকর্তাকে ঈশ্বর বলেন, মুসলমানেরা বলেন আল্লাহ, খ্রিষ্টানেরা বলেন গড। হিন্দুরা উপাসনালয়কে বলেন মন্দির, মুসলমানেরা বলেন মসজিদ, খ্রিষ্টানেরা বলেন গির্জা। সবাই একই সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেন। ধর্মমত ও উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। সকল ধর্মই নিজের মুক্তি ও জীব ও জগতের মঙ্গল চায়। সুতরাং সাধনার পথ একটি নয়, বহু কিন্তু ঈশ্বর এক।

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

১. হিন্দুরা সৃষ্টিকর্তাকে কী বলেন? ⓚ খ

ⓚ গড ⓚ ঈশ্বর

(ক) গড (খ) ঈশ্বর
(গ) আল্লাহ্‌ (ঘ) বিষ্ণু

২. খ্রিষ্টানেরা উপাসনালয়কে কী বলেন? গ

(ক) মঠ (খ) মসজিদ
(গ) গির্জা (ঘ) মন্দির

৩. জীবের মধ্যে ঈশ্বর কারূপে অবস্থান করেন? ঘ

(ক) দেবতারূপে (খ) ভ্রমরূপে
(গ) মনরূপে (ঘ) আত্মারূপে

৪. ধর্মীয় সাম্য বজায় রাখলে কী প্রতিষ্ঠিত হয়? ঘ

(ক) ভালোবাসা (খ) শ্রদ্ধা
(গ) অবজ্ঞা (ঘ) সম্প্রীতি

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

৫. তোমার এলাকায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করেন। তাদের সাথে তুমি কেমন আচরণ করবে? ক

(ক) সম্প্রীতিপূর্ণ (খ) অবজ্ঞাপূর্ণ
(গ) এড়িয়ে চলব (ঘ) সাম্প্রদায়িক

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. হিন্দুরা উপাসনালয়কে কী বলে?

উত্তর : হিন্দুরা উপাসনালয়কে বলে মন্দির।

২. সকল ধর্মের প্রতি কেন শ্রদ্ধা পোষণ করব?

উত্তর : সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব কেননা এর মধ্য দিয়ে সবার মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. সকল ধর্মের মানুষ একে অপরের কী?

উত্তর : সকল ধর্মের মানুষ একে অপরের ভাই।

■ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

১. হিন্দুধর্মমতে ঈশ্বর কোথায় অবস্থান করেন? ঈশ্বরের অবস্থান বিষয়ক বিশ্বাসের ফলে কী হয়? এর মাধ্যমে কীভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে?

উত্তর : হিন্দুধর্মমতে ঈশ্বর সকল জীবের অন্তরে বাস করেন।

ঈশ্বর সকল জীবের অন্তরে বাস করেন এই বিশ্বাস ধর্মীয় সাম্যবোধ জাগ্রত করার প্রধান সহায়ক।

এই বিশ্বাসের মাধ্যমে সবার মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি ও মমত্ববোধ জেগে উঠবে। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করবে।

২. 'তুমি তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য'– কে, কাদের একমাত্র লক্ষ্য?

উত্তর : ঈশ্বর হলেন সকলের একমাত্র লব্য। যেসব মানুষ বিভিন্ন কারণে সোজা-বাঁকা পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করে তাদের লব্য হলো ঈশ্বর।

কারণ হলো :

১। সকল মানুষের রবচি ভিন্ন ও বৈচিত্র্যময়।

২। সকল মানুষ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী।

৩। সকল মানুষ বিভিন্ন উৎস থেকে নিজেকে পরিচালিত করে।

৩. ধর্মীয় সাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? এ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : ধর্মীয় সাম্য রৰার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য হলো :

i) ধর্মীয় সাম্য সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা রৰা করে।

ii) ধর্মীয় সাম্য বজায় রাখলে সমাজে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

iii) ধর্মীয় সাম্য বজায় রাখলে সমাজে শান্তি বজায় থাকে।

iv) মানুষে মানুষে মমত্ববোধ বৃদ্ধি পায়।

v) সর্বজীবে ঈশ্বর বিরাজমান বিশ্বাসে পৃথিবী শান্তিময় হয়।

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

৪. আমরা সকল ধর্মের লোকদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করব তা পাঁচটি বাক্যে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আমরা সকল ধর্মের লোকদের সাথে যেরূ প ব্যবহার করব তা পাঁচটি বাক্যে ব্যাখ্যা করা হলো –

i. কখনও নিজের সাথে অন্য ধর্মের লোকদের কোনো পার্থক্য করব না।

ii. সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করব।

iii. সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব।

iv. সকল ধর্মের মানুষকে আপন বলে ভাবব।

v. আপদে-বিপদে, আনন্দ-উৎসবে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতিপূর্ণ আচরণ করব।